ক

২০৮

বোধেন্দূদয়

প্রভাকরসম্পাদক ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ছাত্র এবং

শীলস ফ্রি কালেজের দ্বিতীয় শিক্ষক

জেজুর নিবাসি

শ্রীরাধামাধব মিত্র

প্রণীত।

শ্রীদীননাথ সাহা কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

সুধাকর-যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং কর্ত্তৃক

বাহির মৃজ্জাপুর ১৩ সঙ্খ্যক ভবনে মুদ্রিত।

১২৭০।—১৮৬৩।

বিজ্ঞাপন।

আমার জ্ঞানগুরু বঙ্গদেশীয় কবিকুল-চূড়ামণি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অকালে কালের করাল কবলে পতিত হওয়াতে কতিপয় সুলেখক মহাত্মা মাসিক প্রভাকরপত্র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস বিগত হইলে পর আমি তাঁহার এক জন ছাত্র বলিয়া আমার উপরেও উক্ত গুরুতর কার্য্যের ভার সমর্পিত হয়। আমি মাসিক পত্রের সম্পাদকীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি তাহা কেবল গুণগ্রাহক গুণশীল মাসিক-পত্রপাঠক মহাশয়েরাই বলিতে পারেন, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র বক্তব্য নাই। এই সামান্য ক্ষুদ্র গ্রন্থে যে প্রবন্ধটী প্রচারিত হইল তাহা সন্নিবেশিত প্রথম এবং দ্বিতীয় মাসিক পত্রে একবার প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমি কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, যখন উক্ত সন্দর্ভ প্রভাকর পত্রে সমুদিত হয় তখন অনেকেই তাহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে অন্যথা করেন নাই। এক্ষণে কতিপয় বন্ধুর অনুরোধ বশতঃই তাহা পুনর্ব্বার মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম।

এই পুস্তক বালক ও বালিকাগণের পাঠোপযোগী হইতে পারিবে এমন প্রত্যাশাও করিতেছি। মত্রচিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, এবং চতুর্থ ভাগ কবিতাবলী যে সমস্ত সানুকূল উৎসাহদাতা বিদ্যালয়াধ্যক্ষ ও শিক্ষক-মহাশয় দ্বারা বহু স্থানে বহু বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ও সমাদৃত হইয়াছে, কবিতাবলীর পঞ্চম ভাগ যত দিন প্রচারিত না হয় তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা যদি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক চতুর্থ ভাগের পর স্ব স্ব অধীনস্থ পাঠশালায় এই গ্রন্থ প্রচলিত করেন তাহা হইলে আমার পরিশ্রম ও যত্নের সাফল্য হয় এবং আমিও যাবজ্জীবনের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ হই। এই পুস্তকের প্রতি সকলেই যে অনুরাগ প্রকাশ করিবেন এমন প্রত্যাশা করিতে পারি না, তবে মহাশয় লোকেরা উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ অনুগ্রহ বিতরণ করিলেও করিতে পারেন। পরিশেষে জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা এই যে, বালকবালিকা-পুঞ্জ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিদ্যালোচনায় যেন বিরক্ত না হয়।

শ্রীরাধামাধব মিত্র।

সাং জেজুর।

বোধেন্দূদয়।

স্বপ্নদর্শন

রূপক।

এক দিন একা আমি, করিয়া শয়ন।
ভাবিতেছিলাম কত, মুদিয়া নয়ন॥
নানা ভাবে ভরা ছিল, মানস-ভাণ্ডার।
না ফুরাতে এক ভাব, পুনঃ আসে আর॥
সুখকর দুঃখকর, ধরার ব্যাপার।
কত মত মনে এলো, সংখ্যা নাই তার॥
অপরূপ ভাব শেষে, হইল উদয়।
বাড়িতে লাগিল ক্রমে, কেবল সংশয়॥
সংসারেতে হিতকর, বিদ্যা আর ধন।
কি ছোট কি বড়, কিসে করি নিরূপণ॥

নিদ্রাহার পরিহার, করিয়া সবাই।
ভ্রমিছে ধনের তরে, অবসর নাই॥
দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে
ধনের কারণ লোক, পরিশ্রম করে॥

বণিকে বাণিজ্য করে, বাড়াইতে বস্তু।
না ত্যজে বস্তুর মায়া, যদি যায় অসু॥
ভূপতি পালেন বটে, প্রজা আপনার।
রাখেন প্রহরী বটে হাজার হাজার॥
সবলের অত্যাচার, অবল উপর।
নিবারিতে হন বটে, নিয়ত তৎপর॥
রাখেন বেতন দিয়া, সেনা সেনাপতি।
সাধারণ উপকারে, দেন বটে মতি॥
সুবিচার বিতরণ, করিবার তরে।
রাখেন বিচারপতি, অতি সমাদরে॥
কিন্তু সব লন বটে, এ সকল ভার।
মনে ধনলাভ কিন্তু, অভিপ্রায় তাঁর॥
ধন-আশা কুশা নয়, কাহারো অন্তরে।
ধন-আশা আছে তায়, যে কর্ম্ম যে করে॥
অধ্যাপক করে ছাত্রে, বিদ্যা বিতরণ।
ধনলাভ-আশা তার, প্রধান কারণ॥
স্বর্ণকার গড়ে হার, হোয়ে যত্নবান।
নাবিকেরা করে নীরে, তরণী চালন॥
কুমারে প্রস্তুত করে, মাটির বাসন।
বিবিধ প্রতিমা গড়ে, অতি সুশোভন॥
চিত্রকর চিত্র করে, পট কত রূপ।
দেখিতে সুন্দর অতি, ভাব অপরূপ॥
বাজীকর বাজী করে, করিয়া কৌশল।
তোষে অপরের মন, জানে কত কল॥

ভিষক্ ভেষজ দিয়া, নানা রোগ নাশে।
তবু বেলা গমন করে, রোগির আবাসে ॥
কথক কহিয়া কথা, হাসায় কাঁদায়।
করিতে ঠাকুর-সেবা, নিত্য দ্বিজ যায় ॥
নানা কষ্ট সহিষ্ণুতা, করি বারো মাস।
আশা-সহ চাসা সব, যত্নে করে চাস ॥
সেনানি-সহিত আহা, সেনা সমুদয়।
সাহসে সমরে যায়, ত্যজি প্রাণ-ভয় ॥
যাত্রাকর যাত্রা করে, সাজে কত সঙ।
রঙ মেখে নানা ঢঙে, করে কত রঙ ॥
বানর বলিলে নরে, ফুলে উঠে রাগে।
ইচ্ছায় বানর সাজে, অতি অনুরাগে ॥
জলে জেলে, জাল ফেলে, মাছ ধরে কত।
ব্যাধ বনে গিয়ে করে, পশু পক্ষী হত ॥
প্রহরী পাহারা দেয়, প্রহরে প্রহরে।
ধাই অন্যে পয়ো দিতে, সুতে পরিহরে ॥
কেহ করে অপরের, দাসত্ব স্বীকার।
তিরস্কার প্রহারে না, মুখ ফোটে তার ॥
যোধাবোধ নাহি থাকে, মান অপমান।
অাদেশে বধিতে ধায়, অপরের প্রাণ ॥
মহাশয়ে " মহাশয় " সদা মুখে বলে।
যে পথে চলায় প্রভু, সেই পথে চলে ॥
এই রূপে দেশে দেশে, মানবনিচয়।
সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মে রত রয় ॥

কেবল ধনের তরে, সবাই ব্যাকুল।
যখন যা করে তায়, ধন-আশা মূল ॥
সংসারে থাকিতে গেলে, ধন প্রয়োজন।
ধন যার আছে তার, সফল জীবন ॥
ধন যার নাই তার, সব শূন্যকার।
ধনহীন যেবা তার, গাছতলা সার ॥
লোকালয়ে কেবা করে, সমাদর তার।
ডেকে না সুধায় তারে, মিত্র আপনার ॥
ধনহীন হোলে পরে, নানা জ্বালা ঘটে।
সুবুদ্ধির বুদ্ধি ক্রমে, নাহি থাকে ঘটে ॥
ধনী যারা তাহাদের, সুখের সংসার।
ধনে জগৎ নিয়ত, অশেষ উপকার ॥
বিনা ধনে কোন কার্য্য, না হয় সাধন।
তাই ধনে সকলের, এত আকিঞ্চন ॥
পদে পদে দেখি আমি, ধনের গৌরব।
ধনে তুচ্ছ করে যে, সে কেমন মানব ? ॥
সংসারে প্রধান ধন, জেনেছি নিশ্চয়।
ধন-সহ আর কারো, তুলনা না হয় ॥

বিদ্যাকে সামান্য জ্ঞান, না হয় আবার।
অসাধ্য সাধন হয়, প্রভাবে বিদ্যার ॥
বিদ্যা-হতে লাভ হয়, অলৌকিক জ্ঞান।
কি গুণ অভাব তার, যে জন বিদ্বান্ ॥

বিদ্যাই সদাই করে, সবার কল্যাণ।
কি ধন এমন আছে, নাহি করে দান?॥
স্বদেশে বিদেশে বিদ্যা, বাড়ায় সম্মান।
সবে করে বিদ্বানের, গুণের বাখান॥
বিপদেতে করে বিদ্যা, সুযুক্তি প্রদান।
নিজে রাজা বিদ্বানের, বাক্যে দেন কাণ॥
ইহকালে পরকালে, বিদ্যা করে হিত।
বিদ্যা-বিহীনের সদা, ঘটে বিপরীত॥
বিতরণে ধন ক্রমে, ফুরাইয়া যায়।
বিতরণে বিদ্যা ক্রমে, আরো বৃদ্ধি পায়॥
তস্করেরা ধনে করে, অনায়াসে হরণ।
বিদ্য-ধন হরে চোর, কে আছে এমন?॥
অতএব বিদ্যা বড়, ধরায় ভিতর।
সকলের শুভকরী, বিদ্যা নিরন্তর॥
বিদ্যার নিকটে আহা, ধন কোন ছার্।
বিদ্যা-পদানত ধন, হয় অনিবার॥
ইচ্ছা-বশে ধনে বিদ্যা, করে আকর্ষণ।
অনুগত হোয়ে ধন, দেয় দরশন॥
অতএব বিদ্যা-হতে, ধন বড় নয়।
সর্ব্বমতে সর্ব্বঠাঁই, বিদ্বানের জয়॥

তা নয় তা নয় কিবা, ভাবিতেছ ভ্রমে।
ধন-কাছে বিদ্যা বড়, নয় কোন ক্রমে॥

ধন-সহকার বিনা, বিদ্যা মেলে কই ?।
বিদ্যাকে বলিয়া বড়, ভ্রান্ত কেন হই ? ॥
বিদ্যা হয় নিয়ত, ধনের যেন কেনা।
দেখে শুনে এ কথা, স্বীকার করে কে না ? ॥
হইয়া ধনের দাসী, বিদ্যা কাল হরে।
আশা পূর্ণ তরে আহা, থাকে যোড় করে ॥
আপনার জ্যোতিঃ আর, না হয় প্রকাশ।
ধনের প্রসাদ পেতে, সদা অভিলাষ ॥
বিদ্যার গৌরব নাই, ধরায় এখন।
ধনের গুণের গীত, গায় সর্ব্ব জন ॥
জ্বলিলে জঠরানল, বিদ্যা কোথা থাকে ?।
এ কথা বলিয়া আর, জানাইব কাকে ? ॥
ধনহীন হইলে, বিদ্বান্ গুণাকর।
বিদ্যা আছে বোলে তারে, কে করে আদর ? ॥
গেয়েছে বিদ্যার যশ, বহু গ্রন্থকার।
বাড়ায়ে লিখেছে মাত্র, সন্দেহ কি তার ? ॥
তাহাদের মতে মত, দিতে পারি কই ?।
কি হইবে পোড়ে আর, সেই সব বই ? ॥
ধনিদের প্রাদুর্ভাব, সহিতে না পেরে।
হেরে মর্ম্মে ব্যথা পেয়ে, পোড়ে গিয়ে ফেরে ॥
প্রবোধের তরে মাত্র, করিয়া কল্পনা।
বিদ্যাকে বাড়ায়ে মিছা, কোরেছে রচনা ॥
বিদ্বানে করেছে মাত্র, প্রশংসা বিদ্যার।
তাহাতে কেমনে মন, ভুলিবে আমার ? ॥

নিজ মুখে নিজ গুণ, করিলে বর্ণন।
সে কথা প্রত্যয় যায়, কে আছে এমন? ॥
ছোট বড় সকলে, ধনের গুণ গায়।
ধনের প্রশংসা সদা, শুনি পায় পায় ॥
সকল দোষের দোষী, ধনী যদি হয়।
তাহার দোষের কথা, কেবা কোথা কয়? ॥
অতএব ধন হয়, সংসারের সার।
ধনের প্রভাবে বাড়ে, সম্ভ্রম সবার ॥
ধনিলোক জানে ভাল, ধনের কি গুণ।
বিদ্যাগুণ জানে যেবা, বিদ্যায় নিপুণ ॥
নিজে আমি ধনে আর, বিদ্যায় বঞ্চিত।
বিবেচনা-শক্তি নাই, আমাতে সঞ্চিত ॥
তবে আমি কি বুঝিয়া বিদ্যা আর ধনে।
ছোট বড় করিতেছি, আপনার মনে? ॥
কি ছোট কি বড় কিসে করিব নির্ণয়।
যত ভাবি তত হয়, সংশয় উদয় ॥
কূপে থেকে বড় বড়, সাগরের নীর।
স্থির কে করিতে পারে, কতই গভীর? ॥
কুমুদিনী, কমলিনী, কত মধু ধরে।
ভেক কি বলিতে পারে, থেকে সরোবরে? ॥
এইরূপ যত তর্ক, করি বার বার।
তত ভ্রমে পূর্ণ হয়, মানস আমার ॥
ভাবিতে ভাবিতে পরে, নিদ্রা আকর্ষণ।
অচেতন হইলাম, মুদি দু নয়ন ॥

ঘুমাইয়া দেখিলাম, অদ্ভুত স্বপন।
যাহাতে আমার হোলো, সংশয় ভঞ্জন॥
স্বপ্ন দেখে বোধ-ইন্দু, হইল বিকাশ।
ঘোরতম ভ্রমতমঃ, পাইল বিনাশ॥
আর কি দেখিব আহা! স্বপন তেমন?।
আর কি তেমন ঘুম, ঘুমাব কখন?॥
বর্ণিতে সে ছবি, আমি করিতেছি ভয়।
পাছে পরিহাস করে, কুলোকনিচয়॥
ব্যঙ্গ ছলে কুজনেরা, কুকথা ভাষুক্।
দ্বেষভাবে যত পারে, সকলে হাসুক্॥
যত পারে নিন্দা করি, উৎসাহ নাশুক্।
অবহেলা করি কাছে আর না আসুক্॥
তথাপি গাঁথিয়া আমি, কবিতার হার।
স্বপনের বিবরণ, করিব প্রচার॥
গুণিরা উৎসাহ সদা, দেন অনিবার।
তাহাতে সহসা বাড়ে, সাহস আমার।
মৃত কবি গুরুপদে, কোটি নমস্কার॥
কেবল ভরসা মাত্র, প্রসাদ তাঁহার॥
করিয়া গেছেন কিবা, আসরের জাঁক্।
এক জন বিনা সব, হইয়াছে ফাঁক্॥
পঙ্কজ গিয়াছে চুঁয়ে, আছে মাত্র পাঁক।
ঢাকের বদলে বাজে, টেম্‌টেমি শাঁক॥
তাঁহারে আসরে বসে, সাধ্য হেন কার।
হাসাতে কাঁদাতে পারে, তেমন কে আর?॥

পিকের মধুর স্বর, শুনেছে যে জন।
তারে কি লাগিবে ভাল, কাকের নিঃস্বন?॥
নিজে আমি কবি নই, নিতান্ত অজ্ঞান॥
কবিতা লিখিয়া নাশি, কবিতার মান।
আমার নীরস বাক্যে, কবিতা-কামিনী।
বিরস-বদনা হন, দিবস-যামিনী॥
যোতিভঙ্গ প্রহারেতে, ভেঙ্গে দিয়া পদ্।
তাঁহাকে করিয়া খোঁড়া, ঘটাই বিপদ॥
অলঙ্কার দিতে গেলে, একে আর হয়।
আগেতে যা ছিল তার, কিছুই না রয়॥
মম সম গুণহীন, দুটি আর নাই।
কি লিখিতে কি লিখিব, ভাবিতেছি তাই॥
যা হয় তা হবে পরে, কি করিব ভেবে।
একবার দেখা যাক্ আসরেতে নেবে॥
এক এক বার হয়, ভয়ের উদয়।
কাজ নাই ফিরে যাই, মম কর্ম্ম নয়॥
এক পা এগুলে পরে, পাঁচ পা পিছুই।
থমকিয়া ভাবনা-শয্যায় গিয়া শুই॥
অনুরোধ-পরবশ, হোয়ে অবশেষে।
সাহসে করিয়া ভর, নামিলাম এসে॥
যখন আসরে নেবে, বড় বড় জন।
তুষিতে পারেন নাই, শ্রোতাদের মন॥
তখন কোথায় লাগি, আমি ক্ষুদ্র-প্রাণী।
শ্রোতারা কি ভনিবেন, শুনি মম বাণী?॥

যা হচ্ছ কপাল ঠুকে, ভাবিয়া ঈশ্বরে।
স্বপ্ন-কথা ব্যক্ত করি, সভয় অন্তরে॥
যথা সাধ্য স্বপ্ন-ছবি, করিব বর্ণন।
করুণ পাঠকগণ, করুন শ্রবণ॥

যে রমণীয় স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা আমার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার নহে। বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় আমি ভোজন করিয়া বাটীহইতে বহির্গত হইলাম। কোথায় যাইব তাহার কিছুই নিরূপণ নাই। কেবল অন্যমনস্ক হইয়া গমন করিতে লাগিলাম। আমি একেশ্বর, আমার সমভিব্যাহারে কেহই নাই। বিশ্বেশ্বর কেবল একমাত্র অনশ্বর, আর বিশ্বস্থিত সমস্তই নশ্বর, এই বিষয় ভাবনা করিতে করিতে ক্রমে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বহু দূরে গমন করিয়া পরিশেষে এক নিবিড় গহনে উপস্থিত হইলাম। ঈশ্বর-চিন্তায় আমার মন এতাদৃশ নিবিষ্ট হইয়াছিল, যে এমন বিজন বনে প্রবিষ্ট হইয়াছি বলিয়া ক্ষণমাত্র উদ্বিগ্নচিত্ত হইলাম না। বৃক্ষশ্রেণী নবপল্লবিত হইয়া

মন্দ মন্দ সমীরণ-সহকারে দোলায়মান হই-য়েছে, তদ্দৃষ্টে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইল, তাহা বলা যায় না। যত দূরে গমন করি, ততই যেন কাননের শোভার উন্নতি হইতে লাগিল। ক্রমে বেলা অপরাহ্ণ হইল। যদিও অটবীর বিটপী-সমূহের পত্রাচ্ছাদনে দিনমণির মুখাবলোকন করিতে পারি নাই, তথাপি ক্র-মশঃ আলোর হ্রাসতা হওয়াতে অনুমান করি-লাম, দিবাবসান হইয়াছে এবং সহস্রকর দিন-কর অস্তভূধরাবলম্বী হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। এইরূপ ভাবনা করিতেই ঘোর অন্ধ কার উপস্থিত হইল, একেবারে দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। হায়! কি করিলাম, একা একা-ননে কি নিমিত্ত সমাগত হইলাম? এখানে আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এইবারে বুঝি প্রাণ হারাইলাম। বিবেচনা না করিয়া এবং পূর্ব্বে সাবধান না হইয়া কর্ম্ম করিলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। আমি এতক্ষণ কি হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম? আলোয় আলোয়

আলয় আলয় কেন স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিলাম না ?।

কিসের কারণে, এলেম্ এ বনে,
এ মতি হইল কেন ?।
ফিরিয়া না যাব, পরাণ হারাব,
অনুভব হয় হেন ॥
লাগিয়াছে দিশা, না পোহাসে নিশা,
উপায় করিব কিবা ?।
কার কাছে যাই, আত্ম কেহ নাই,
আর কি হেরিব দিবা ?॥
ভয়ে কলেবর, কাঁপে থর্ থর্,
দুর্ দুর্ করে বুক।
চলে না হে পদ, হোলো কি বিপদ্,
সুখ নাই এক টুক্ ॥
একি ঘোর দায়, হোলো হায় হায়,
নালা কেটে জল আনা।
এ আর কেমন, থাকিতে নয়ন,
আহা হইলাম কানা ॥
থাকিতে তপন, পুনরাগমন,
আগে করিতাম যদি।
তবে কি এখন, উথলে এমন,
গভীর ভাবনা-নদী ? ॥

কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। একবার তরুমূলে উপবেশন করিয়া গালে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক ভাবিতে থাকি, পুনর্ব্বার প্রাণনাশ-আশঙ্কায় অতীব ব্যাকুল হইয়া দণ্ডায়মান হই। বহুক্ষণাবধি এইরূপ করিতে করিতে অনন্তর বিবেচনা করিলাম, যখন জীবন সংশয় হইয়াছে তখন এক স্থানে থাকিলেই বা কি হইবে? ধীরে ধীরে স্থানান্তরে গমন করা উচিত হইতেছে। এ কাননে মহর্ষিগণের আশ্রম থাকিতে পারে, যেহেতু তাঁহারা তপস্যা করিবার নিমিত্ত জনশূন্য কাননে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ঈশ্বরানুকম্পায় এবং ভাগ্যক্রমে যদি কোন তাপসের আশ্রমে উপস্থিত হইতে পারি, তবে অনায়াসেই জীবন রক্ষার উপায় হইতে পারিবে। এখানে থাকিয়া কেবল রোদন করিলেই বা কি হইবে? "যত ক্ষণ শ্বাস তত ক্ষণ আশ" অতএব বিপদ্গ্রস্ত হইলে একেবারে হতাশ হওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম মাত্র।

মনে মনে এইরূপ আক্ষেপ করিয়া মহর্ষির

আশ্রম অনুসন্ধানে যত্নশীল হইয়া ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কোন্ দিকে গমন করিতেছি কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। গগনমণ্ডলে নক্ষত্রগণের দীপ্তিও দৃষ্টিগোচর হইল না, সুতরাং অন্ধকারে অন্ধের ন্যায় পাদ-নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলাম। কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, অকস্মাৎ একটী আলো দৃষ্টিপথে পতিত হইল। দূর হইতে সেই আলো অবলোকন করিয়া সহসা কিঞ্চিৎ সাহসও জন্মিল। মনে করিলাম, কোন মহর্ষির আশ্রমের সমীপাগত হইয়াছি, অতএব এখন প্রাণ রক্ষা হইলেও হইতে পারিবে, আর কোন ভয় নাই। যত সেই আলোর সমীপস্থ হইতে লাগিলাম, ততই আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইলাম

সমীপেতে সরোবর, করি দরশন।
তৃষাতুর নর হয়, প্রফুল্ল যেমন॥
চাতকেরা নভোদেশে, হেরি নব ঘন।
যে প্রকার তোষে থাকে, পুলকিত-মন॥

ম্লানমুখী সরোজিনী, হেরিলে তপন।
পুলকে যেমন তার, প্রফুল্ল বদন॥
সেইরূপ আলো দেখি, আমার মানস।
ঘুচিল বিরস ভাব, হইল সরস॥

ক্রমে সমুদায় বন আলোকে পরিপূর্ণ দেখিলাম। বোধ হইল যেন দিবাকর নিশা-নিশাচরীকে সংহার করিয়া উদয়গিরিতে উপবেশনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দিবা প্রকাশ করিল। একেবারে সম্যক্প্রকারে ভ্রান্ত হইলাম, রজনী বলিয়া কিছুই বোধ রহিল না। দূর হইতে অনুমান করিয়াছিলাম, একটী জ্যোতির্ম্ময় দীপ জ্বলিতেছে। নিকটে গমন করিয়া দেখিলাম, কোন দীপ নাই, কেবল দিবসের ন্যায় সমুদায় আলোকময় হইয়াছে। এবপ্রকার অলৌকিক দীপ্তি অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম, কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভবে না, কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপারের বিশেষ কারণ বুঝিতে পারিলাম না। তাহাতে মনোমধ্যে পুনর্ব্বার আশঙ্কা জন্মাইতে লাগিল।

বুঝিতে না পেরে আমি, আলোর কারণ।
করিতে না পারি ভয়ে, চরণ চালন॥
দিন দেখিতেছি কিন্তু, দিনকর নাই।
এমন হইল কেন, ভাবিয়া না পাই॥
পরে ইতস্ততঃ পুনঃ, করি বিচরণ।
অকস্মাৎ দেখি এক, অদ্ভুত ভবন॥

সেই ভবন অবলোকন করিয়া যে কি পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম, তাহা কোনমতে ব্যক্ত করা যায় না। তাহার কত দ্বার গণনা করিতে নিতান্ত অক্ষম হইলাম। তাহার চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে মানস করিয়া কোনমতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, যেহেতু তাহা বহুদূর বিস্তারিত। প্রত্যেক দ্বার দিয়া আলো বহির্গত হইতেছে। তজ্জন্য যখন যে দিকে গমন করি সেই দিকই কেবল কিরণমালায় বিভূষিত, দেখা যায়, অন্ধকারের লেশ মাত্রই নাই। যখন যে দ্বারের সমীপাগত হই, তখন সেই দ্বারদেশে একটী স্ত্রীলোককে দেখিতে পাই। তাহাতে বোধ হইল এই স্ত্রীলোকেরা দ্বাররক্ষাকারিণী হইবেন। তাঁহারদের অনু-

মতি ব্যতীত রম্য হর্ম্যে প্রবেশ করিবার অন্য কোন উপায় নাই, কিন্তু কাহারো সহিত আ- লাপ নাই, সুতরাং কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সহসা সাহস হইল না। দ্বাররক্ষাকারিণী- গণের আকৃতি প্রকৃতি একরূপ নহে এবং সক- লের সমান অবস্থাও নয়, প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইল। কেহ ম্লানমুখী হইয়া গালে হস্ত দিয়া ভাবনা করিতেছেন। কেহ মলিন বসন পরি- ধান করিয়া রোদন করিতেছেন। কেহ অত্যন্ত বৃদ্ধা, প্রায় চলৎশক্তি রহিতা হইয়াছেন তথাপি তাঁহার রূপলাবণ্য দেদীপ্যমান আছে এবং কোন অলঙ্কারেরও অভাব নাই। কেহ প্র- ফুল্ল বদনে নৃত্য করিতেছেন এবং সুমধুর তান ধরিয়া গান করিতেছেন। কেহ পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিতেছেন। কেহ আপনাকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিতেছেন। অনন্তর আমি প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশাকাঙ্ক্ষী হইয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেহই উত্তর প্রদান করেন না, কেবল অবাক হইয়া এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে থা-

কেন। কেহ কেহ আমার ভাব-ভঙ্গিতে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উত্তর প্রদান করেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আমি তাঁহাদের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। তাঁহারা আমার কথা বুঝিতে পারেন না, আমিও তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারি না, সুতরাং কাহারও সহিত কথোপকথন করিতে সক্ষম হইলাম না। তাহাতে মনে মনে যে ক্ষোভ জন্মিল তাহা কোনমতে প্রকাশ করিবার নহে।

এইরূপ দ্বারে দ্বারে দ্বারপালিনী কামিনীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও মনস্কামনা সিদ্ধি হইল না। তদনন্তর এক দ্বারপালিনীর সমীপস্থ হইয়া কিঞ্চিৎ ভরসা পাইলাম। তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি দৃষ্টি করিয়া বোধ হইল যেন তাঁহার সহিত বহুদিন সহবাস ও কথোপকথন করিয়াছি। তাঁহার প্রসাদে নানা বিষয়ে নানা উপদেশ পাইয়াছি, তিনি আমার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার

সহবাসে থাকাতে এমন সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে যে, যথা ইচ্ছা তথা যাইতে সমর্থ হইয়াছি; যাঁহার সহিত আলাপ আছে এবং যিনি আমার মহোপকারিণী, তাঁহার নিকটে গমন করিতে আশঙ্কা কেন হইবে? সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে পর তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে চিনিতে পারিলেন, এবং আমার প্রতি পূর্ব্বরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতে অন্যথা করিলেন না বটে, কিন্তু অহঙ্কারপূর্ব্বক বহু বাক্যব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাহাতে তাঁহাকে কোন নিগূঢ় কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না, সুতরাং অনুমতি লইয়া অবিলম্বে বিদায় হইলাম। পরে পুনর্ব্বার পরিভ্রমণ করিতে করিতে অনেক দ্বার উপক্রম করিয়া পাদক্ষেপ করিতে লাগিলাম, ইতোমধ্যে এক দ্বারপালিনী দূর হইতে আমাকে অবলোকন করিয়া সুমধুর স্বরে সম্বোধন-পূর্ব্বক ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া যে প্রকার সন্তুষ্ট হইলাম, তাহা বাক্‌পথাতীত। পরে তাঁহার নিকটে গমন

করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া যেমন প্রণাম করিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে মাতৃস্নেহভাবে কোলে বসাইয়া আমার বদন চুম্বন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন।

কোলে আয়, কোলে আয়, ওরে বাছাধন!।
কি কারণে, অকারণে, করিস্ ভ্রমণ? ॥
তোরে করিয়াছি আমি, লালন পালন।
করিয়াছি কত তোর, কল্যাণ সাধন ॥
যখন ছিলি রে শিশু, ফুটে নাই বোল।
কত স্নেহ করিয়াছি, তোরে দিয়ে কোল ॥
সুশিক্ষা দিয়াছি কত, কথায় কথায়।
তোর কি পড়ে না মনে, আর কি আমায়? ॥
আমি তোরে শিখায়েছি, কাহারে কি বলে।
সুযুক্তি দিয়াছি তোরে, বিবিধ কৌশলে ॥
দুঃখিনী বলিয়া আমি, মান্যা আর নই।
সপত্নীগণের কত, বাক্য-জ্বালা সই ॥
যাদের দুঃখেতে দুঃখ, সুখে সুখ হয়।
তারাই অবজ্ঞা করে, ইকি প্রাণে সয়? ॥
উদর পালনে সদে, রত ক্রমাগত।
সপত্নীর অনুগত, আছে অবিরত ॥

তাঁহার এই সমস্ত আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।

কে হও আপনি, বল গো জননি !
এ রম্য ভবন কার ?।
কিসের কারণ, করিছ যতন,
মম প্রতি অনিবার ?॥
দ্বারে দ্বারে নারী, বুঝিবারে নারি,
বল তাঁহারা কে হন।
এক দৃষ্টে চান্, ডেকে না সুধান্,
নানা দ্বারে সবে রন্॥
পরে অবশেষে, এক দ্বারে এসে,
হইলাম উপনীত।
সে দ্বারপালিনী, শান্তিস্বরূপিণী,
তুষিলেন যথোচিত॥
সাহসে তখন, কথোপকথন,
করিলাম সহ তাঁর।
হইয়া বিদায়, এলাম ত্বরায়,
হেরি তাঁর অহঙ্কার॥

দ্বাররক্ষাকারিণী আমার বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সাদরে উত্তর প্রদান করিলেন।

কর প্রণিধান, বাছা, কর প্রণিধান।
সবে জানে বঙ্গভাষা, মম অভিধান॥
এই দ্বারে বাস আমি, করি চিরদিন।
এ দ্বারে প্রবেশে যারা, আমার অধীন॥
দ্বারে দ্বারে হেরিয়াছ, যে সব কামিনী।
এক এক ভাষা তাঁরা, দ্বারের রক্ষিণী॥
লাটিন, গ্রিসিক্, হিব্রু, নানা ভাষা আর
নিযুক্ত করেন রক্ষা, তাঁহার যে দ্বার॥
দেখিলা থাকিতে এক, প্রবীণা রমণী।
তিনিই সংস্কৃত ভাষা, আমার জননী॥
অনেক বয়স তাঁর, পাকিয়াছে কেশ।
চলিবার শক্তি প্রায়, হইয়াছে শেষ॥
যদিও আমার প্রতি, অনেকের দ্বেষ।
সময়ে সময়ে পাই, কত মত ক্লেশ॥
তাঁহার তনয়া যাই, বেঁচে আছি তাই।
নতুবা আমার আর, রক্ষা ছিল নাই॥
ইংরাজী, পারস্য ভাষা, সপত্নী আমার।
মমোপরে করিয়াছে, কত অত্যাচার॥
ঘুচাইতে একেবারে, মম অধিকার।
অনিবার চেষ্টা ছিল, পারস্য ভাষার॥
বিবাদের ভয়ে আমি, কোথাও না যাই।
থাকিয়া আপন স্থানে, সময় কাটাই॥
সরল স্বভাব মম, সরল স্বভাব।
নিরুদ্যমিনী আমি, ধরি শান্ত ভাব॥

তথাপি পারস্য ভাষা, সতিনী পাপিনী।
সর্ব্বনাশী পোড়ামুখী, সে কালসাপিনী॥
আমার নিকটে এসে, করি মহাবল।
জ্বালাতন করেছিল, আমায় কেবল॥
ক্ষণে ক্ষণে মম অঙ্গে, করেছে প্রহার।
এখনো রয়েছে চিহ্ন, ক্ষতের প্রকার॥
কত দাগ গায়ে আছে, মিলাবার নয়।
কহিতে সে সব কথা, বিদরে হৃদয়॥
পেয়েছে সে ঝাঁটাখাকী, নিজ কর্ম্ম-ফল।
বিফল হয়েছে তার, সকল কৌশল॥
আমি কুলবালা নারী, অবলা সরলা।
অন্দরের কাছে সদা, সবলা প্রবলা॥
তাহার নিকটে থাক, মানে পরাজয়।
দেখ সে প্রকার হল, বিধে কি না কয়॥
সপত্নী ইংরাজি ভাষা, অতিশয় খলা।
তাহার ছলের কথা, নাহি যায় বলা॥
পারস্য ভাষায় সেই, করিয়া বিদায়।
এখন সে ভেদভাবে, আমায় জ্বলায়॥
অবলা দেখিয়া করে, প্রবল প্রহার।
আমার উপর তার, কত অত্যাচার॥
কখন না জানে যেবা, সপত্নীর জ্বালা।
ধরাতলে সুখী মাত্র, সেই কুলবালা॥
করিয়াছ যার সহ, কথোপকথন।
তুষিয়াছে যে তোমারে, করিয়া যতন॥

দেখিয়া এসেছ তুমি, যার অহঙ্কার।
সেইতো ইংরাজী ভাষা, সপত্নী আমার॥
তার ডরে কেঁপে মরি, ব্যাকুলা সদাই।
লোভে অনুগত তার, হয়েছে সবাই॥
তাই তার বাড়িয়াছে, আরো অহঙ্কার।
দেখিয়া এসেছ তুমি, কি কহিব আর॥
দুঃখিনী বলিয়া কেহ, আমায় না মানে।
চিনিয়া না চেনে আর, জানিয়া না জানে॥
যেহেতু তোমায় আমি, করিয়াছি কোলে।
জুড়াকু তাপিত প্রাণ, ডাক মা মা বোলে॥
আমার যেমন দশা, হেরিলে নয়নে।
প্রকাশ করিয়া সব, বোলো জনে জনে॥
এখনো অনেকে বাছা, আছে মম পক্ষে।
অনেকেই করিতেছে, মম মান রক্ষে॥
সপত্নী-অধিনী যেন, হইতে না হয়।
তা হলে এখন বাঁচি, কুল মান রয়॥
সরস্বতী নাম তাঁর, এ ভবন যাঁর।
আমরা সকলে হই, অধীনী তাঁহার॥
অতি গুণবতী সতী, অমৃতভাষিণী।
অপরূপ রূপ তাঁর, মানস-মোহিনী॥
জ্ঞানদা, শিবদা তিনি, অবিদ্যা-নাশিনী।
ভকত-বৎসলা সদা, কল্যাণকারিণী॥
কোটি শশী জিনি তাঁর, রূপের লাবণ্য।
তাঁর রূপে আলোময়, হয়েছে অরণ্য॥

কিবা শোভা, মনোলোভা, জ্যোতিঃ তাঁর কিবা।
এখানে প্রভেদ নাই, কি নিশা কি দিবা॥
দ্বারে দ্বারে থাকি বাছা, আমরা সবাই।
অবিরত তাঁহার, গুণের গান গাই॥
ভক্তিভাবে যেবা পূজে, তাঁর শ্রীচরণ।
সদয় হইয়া তিনি, তারে কোলে লন॥
আমাদের সহকার, বিনা কোন জন।
করিতে না পারে তাঁর, নিকটে গমন॥
কোথাও তো নাই, আর এমন ভবন।
কত দূর বিস্তারিত, নাই নিরূপণ॥
অগণন ঘর আছে, ইহার ভিতরে।
কার সাধ্য সমুদায়, দরশন করে॥
ঘরে ঘরে কত দ্রব্য, সংখ্যা নাই তার।
অদ্ভুত ব্যাপার সব, অদ্ভুত ব্যাপার॥
সমুদয় রমণীয়, ভাবনীয় নয়।
স্থির কে করিতে পারে, কোথায় কি রয়॥
যে দ্বারে যাহার ইচ্ছা, করিলা প্রবেশ।
ভ্রমিয়া অনেকে আয়ু, করিয়াছে শেষ॥
নিদ্রাহার পরিহার, করি অনিবার।
অনেকে ঘুরিয়া গেছে, যথা সাধ্য যার॥
ক্লিশমান হয়েছে কেহ, ঘুরিয়া কেবল।
তথাপিও পারে নাই, দেখিতে সকল॥
অতএব ভ্রমিয়া, দেখিতে পারে সব।
হয় নি, হবে না, নাই, এমন মানব॥

কি কব অন্যের কথা, বড় বড় ধীর।
হারি মানি একেবারে, হয়েছে অধীর॥
পরিশ্রম নিয়ত যে, করেছে স্বীকার।
সেও শেষে যায় নাই, কোনমতে পার॥
আলস্যের বশ হয়, কোন কোন জন।
দ্বারদেশে এসে করে, পুনরাগমন॥
কেহ কেহ প্রবেশিয়া, দ্বারে এক বার।
শ্রম-ভয়ে ফিরে গেছে, ভাবিয়া অপার॥
কেহ প্রবেশিয়া কোরে এ ঘর ও ঘর।
ভাব বুঝে ভবে ভয়ে, হয়েছে অন্তর॥
কেহ কেহ শ্রমভয়ে, করি পরাজয়।
ঘুরেছে অনেক স্থানে, হইয়া সভয়॥
করিয়াছে একেবারে, শরীর পতন।
হরিয়াছে কাল শুধু, করিয়া ভ্রমণ॥
তথাপি এ ভবনের, সীমা পায় নাই।
হায় হায়! আজীবন, ঘুরেছে সদাই॥
সমুদয় দেখিবে, করো না, অভিলাষ।
ক্ষোভ লাভ হবে মাত্র, হইবে হতাশ॥
হেরিয়া তোমার ভাব, করি বিবেচনা।
প্রবেশ করিতে তব, নিতান্ত বাসনা॥
অতএব সঙ্গে এস, দেখাইয়া পথ।
যত পারি পুরাইব, তব মনোরথ॥
কোন্ পথ দিয়া যেতে হবে কোন্ ঘরে।
বাঞ্ছাধন তোমায় দেখাব সমাদরে॥

হেরিলে তোমার মন, হইবে মোহিত।
সাক্ষাৎ করিবে কত, লোকের সহিত॥
তাঁহাদের ভাব-ভঙ্গি, করি বিলোকন।
বুঝিতে পারিবে মনে, তাঁহারা কে হন॥
তাঁহার এ কথা শুনে, পেলেম সাহস।
চলিলাম ক্রমাগত, হয়ে তাঁর বশ॥
প্রথমেই এক নারী, করি দরশন।
কোমল শরীর তাঁর, কমল-বদন॥
নিয়ত বকিছে, নাই মুখের কামাই।
হেরে থমকিয়া আমি, অমনি দাঁড়াই॥
বুঝিতে না পারিলেম, তাঁহার বচন।
বিস্ময়-সলিলে মগ্ন, হলেম তখন॥
আর এক রমণীকে, হেরি তার পর।
পুরাতন কথা বলিতেছে, নিরন্তর॥
নদ, নদী, রত্নাকর, কানন, ভূধর।
খাত, হ্রদ, জনপদ, প্রদেশ, নগর॥
এই সব পৃথিবীর, কোথায় কি রয়।
বিস্তারি বলিছে কেহ, করিয়া নির্ণয়॥
কিসে কিবা মিশাইলে, কি গুণ উদয়।
কেহ দিতেছেন আহা, তার পরিচয়॥
কি ঔষধে কি রোগের, হয় প্রতিকার।
কেহ বলিতেছে মুখে, বিবরণ তার॥
কেহ কোন্ জন্তুর, কি রূপ অবয়ব।
কি রূপ স্বভাব ধরে, বলিতেছে সব॥

কেহ বা বিমানপানে, চেয়ে উর্দ্ধমুখে।
গ্রহগতি নিরূপণ, করিতেছে সুখে॥
কেহ নানা তর্ক, করিতেছে উত্থাপন।
কেহ করিতেছে শুধু, দিক্ নিরূপণ॥
নির্ণয় করিছে কেহ, ভূমি-পরিমাণ।
আকর্ষণ-শক্তি কেহ, করিছে প্রমাণ॥
কেহ খড়ি পেতে কত, করিছে হিসাব।
কেহ বর্ণহার গেঁথে, প্রকাশিছে ভাব॥
আনিতেছে সমাচার, কেহ তারে তারে।
অসাধ্য সাধিছে কেহ, বুদ্ধি-সহকারে॥
এক সের দিয়া কেহ, তুলিতেছে মনে*।
কেমনে এমন হয়, ভাবি মনে মনে॥
হেরিলাম এইরূপ, আশ্চর্য্য বিষয়।
মরি মরি এ সব কি, বিস্ময়ের নয়?॥
অবলা বলিয়া, জানিতাম ললনারে।
ললনার দ্বারা আর, কি না হতে পারে?॥
এরূপ গুণের নারী, আরো কত আছে।
যেতে পারিলাম কই, সবাকার কাছে॥
সকলের পরিচয়, মনে মনে পেয়ে।
পুলকে পুরিত হয়ে, চলিলাম ধেয়ে॥
কিছু দূর গিয়ে আর, চলে না চরণ।
শ্রান্ত হয়ে পড়িলাম, করিয়া শয়ন॥
করিতেছিলাম গতি, যাঁহার সংহতি।
যিনি গতি যাঁর পদে, সদা মম মতি॥

* চল্লিশ সের।

নয়নে হেরিয়া আহা, আমার এ গতি।
ছলিতে আমায় কোথা, গেলেন সে সতী॥
একা হইলাম আমি, সঙ্গে কেহ নাই।
ভাবিয়া আকুল হই, কুল নাহি পাই॥
কাহারো সহিত নাই, কথন আলাপ।
সভয় অন্তরে করি, কতই বিলাপ॥
কি করিব কোথা যাব, রয়েছি কোথায়।
ভাসিয়া নয়ন-জলে, করি হায় হায়॥
পদে পদে কেবল, অবাক্ হয়ে থাকি।
বিপদে পড়িয়া আমি, বিপদেই* ডাকি॥
তথাপি হইল মন, কেমন কেমন।
নয়ন মুদিয়া হইলাম, অচেতন॥
কত ক্ষণ পরে মম, হোলো জ্ঞানোদয়।
নয়ন মিলিয়া আরো, হলেম্ সভয়॥
হেরিলাম তার এক, নারী অনুপমা।
নারীকুলে রূপবতী, নাই তাঁর সমা॥
সহিতে না পেরে তাঁর রূপের কিরণ।
মুদিলাম ভয়ে ভয়ে, আবার নয়ন॥
তখন সদয়া হন, সেই বিনোদিনী।
করেন অভয়দান, অভয়দায়িনী॥
কি ভয় কি ভয় আর, আমার তনয়।
ভয় পরিহর, হও এখন অভয়॥

* পরমেশ্বরকে।

আমি সরস্বতী এই ভবন আমার।
আপনি এলাম হেরে, দুর্গতি তোমার॥
আমার ভবন এই, আমার ভবন।
নয়ন মিলিয়া বাছা, কর দরশন॥
বাণীর মধুর বাণী, শুনিয়া তখন।
বিলোকন করিলাম, তাঁর শ্রীচরণ॥
কি কব রূপের ছটা, অতি অপরূপ।
কে দেখেছে কোথা আছে, সে রূপ স্বরূপ॥
শশহীন কোটি শশী, হইলে উদয়।
আহা তবু সে মুখের, তুলনা না হয়॥
শ্বেতপদ্মে বিরাজিতা, শ্বেত-কলেবরা।
সমূহ-কল্যাণকরা, অজ্ঞানতাহরা॥
মধুর সেতার বীণা, পুস্তকধারিণী।
হিতউপদেশদাত্রী, অসুখ-হারিণী॥
সঙ্গে আছে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী।
রাগিণীরা আহা কিবা, অমৃতভাষিণী॥
শত শত সহচরী, আছে সঙ্গে সঙ্গে।
বেড়াতেছে ভেসে সবে, সুখের তরঙ্গে॥
কিবা চমৎকার সার অঙ্গের ভূষণ।
অতি মনোহর সব, অমূল্য রতন॥
গলদেশে আছে তাঁর নক্ষত্রের হার।
বিনয়ের চারু চিক্ শোভে কোলে তার॥
উপদেশ-মুক্তামালা, কত হাসি তায়।
গণনা করিয়া শেষ, করা নাহি যায়॥

শান্তভাব-কণ্ঠমালা, পায় কিবা শোভা ।
বিবেচনা-সাতনর, কিবা মনোলোভা ॥
ঈশভক্তি-মুকুট, মাথায় সুশোভিত ।
গুরুভক্তি-চূড়া তার, কাছে বিরাজিত ॥
স্বাধীনতা-চৌদানী, অতীব সুখকর ।
নিপুণতা-গুঞ্জিকাটি, অতি দীপ্তিকর ॥
মাতৃভক্তি-কাণ্‌বালা, সুচারু কেমন ।
পিতৃভক্তি-বৌলাতেই, শোভিছে শ্রবণ ॥
কৃতজ্ঞতা-ফুলঝুমকা, অতি মনোহর ।
যুক্তি-সিঁথি শোভা করে, ভালের উপর ॥
বুদ্ধি-কবরীতে বাঁধা, আছে জ্ঞান-ফুল ।
দুই কাণে দুলিতেছে, অভিজ্ঞান-দুল ॥
মিষ্টভাষা-নথে দোলে, সভ্যতা-নলক ।
সত্যতার বাজু কিবা, মানসরঞ্জক ॥
ভালে ভালো শোভা পায় প্রশংসার টিপ্ ।
সাধুতা-সিঁদুর যেন, জ্বলিতেছে দীপ ॥
ধর্ম্মের তাবিজ হাতে, দয়া-পঁইচে তার ।
পরউপকার-টাড়, অতি চমৎকার ॥
ধার্ম্মিকতা-বাউটী, কেমন শোভাকর ।
সরলতা-মরদানা, শোভা করে কর ॥
সুচরিত্র-চাল্‌দানা, নেত্র-সুখকর ।
বিজ্ঞতার জবদানা, দেখিতে সুন্দর ॥
পরিণাম-দর্শিতার, নারিকেল-ফুল ।
প্রণয়ের দমদম, সুগন্ধ অতুল ॥

গুণগ্রাহকতা-বালা, পরা দুই করে।
বক্তৃতা- শক্তির কঙ্কণেতে, মনোহরে ॥
কাঁকালেতে পারদর্শিতার চন্দ্রহার।
স্থিরপ্রতিজ্ঞতা-গোট, কাছে আছে তার ॥
পায়ে পরা নিরন্তর, অবিরাম-মল।
পরদুঃখে কাতরতা-পাঁজোর অমল ॥
ধীরতা-অঙ্কুশ আর, ন্যায়ের গুজরী।
কিবা রমণীয় আহা, মরি মরি মরি ॥
সাহস-চুটকী, পদাঙ্গুলে শোভা পায়।
গৌরবের পিঠঝাঁপা, মান-থোবা তায় ॥
এইরূপ কত রূপ, ভূষা অপরূপ।
সর্ব্ব গায় শোভা পায়, আমরি কি রূপ ॥
হেরিয়া নিমিষহারা, মম নেত্রদ্বয়।
একেবারে অবাক্, হলেম সে সময় ॥
কৃপাকরী কৃপা করি, বলেন তখন।
অতুল্য অমূল্য, বাছা! আমার ভূষণ ॥
অনুগত হয়ে যেবা, মম পূজা করে।
এই সব ভূষা তারে, দিই সমাদরে ॥
লইতে এসব ভূষা, বাসনা যাহার।
দিবানিশি করে সেই, অর্চ্চনা আমার ॥
স্ত্রীলোকের অভরণ, পুরুষে না পরে।
পুরুষে পরিলে লোকে, উপহাস করে ॥
স্ত্রীলোকের ভূষা বটে, এসব ভূষণ।
স্ত্রীলোকেরা পরে বটে, যখন তখন ॥

নারীর ভুষণ বাঞ্ছা, যেথানে যা সাজে।
সেই নামে খ্যাত ভুষা, এ দেহে বিরাজে॥
নারির ভুষণ মত, এ ভুষণ নয়।
কনক হীরকে কিছু, নির্ম্মিত না হয়॥
মহামূল্য বল আর, কি আছে এমন।
যাতে মম ভুষামূল্য, হয় নিরূপণ॥
পুরুষে আমার ভুষা, করিলে ধারণ।
এক মুখে তার রূপ, না হয় বর্ণন॥
পুরুষের যোগ্য বটে, মম অভরণ।
ভাল রূপে জানে সেই, পেয়েছে যে জন॥
মম ভুষা, পরে যেবা, পায় সেই যশ।
নিন্দা করা দূরে থাকু, সবে তার বশ॥
এইরূপ কত ভুষা, আছে মম ঘরে।
যত দান করি তত, বাড়ে করে করে॥
নারী হয়ে চলি আমি, পুরুষের চেলে।
মম ভুষা পেতে চায়, সুবোধ যে ছেলে॥
আমার চরণে বাঞ্ছা, লইলে শরণ।
অনায়াসে সুখে হয়, সময় হরণ॥
এত বলি বাগীশ্বরী, অতিশয় স্নেহে।
সঙ্গে লয়ে চলিলেন, আপনার গেহে॥
যেতে যেতে হেরি যত অদ্ভুত ব্যাপার।
বর্ণিতে সে সব সদা, হারে বর্ণহার॥
দেবীর সহিত গিয়া, দেবীর মন্দিরে।
করিলাম প্রবেশ, সভয়ে ধীরে ধীরে॥

বসিলেন গুণবন্তী, সুরম্য আসনে।
হেরি নব ভাব কত, আবির্ভাব মনে॥
দেখিতে শ্রীপদ তাঁর, করিয়া কামনা।
পদতলে বসিলাম করিতে, অর্চ্চনা॥
আর এক নারী আহা, এমন সময়।
উপনীতা হইলেন, দেবীর আলয়॥
শত শত সহচরী, চামর ঢুলায়।
আহা কিবা সমারোহ, বলা নাহি যায়॥
অতুল বিভব তাঁর, অতুল বিভব।
সঙ্গে সঙ্গে এলো তাঁর, হাতী হয় সব॥
আসা শোঁটা কত মত নিশানের জাঁক।
ঘড়ী বাজে, ঘন্টা বাজে, বাজে কত শাঁক॥
ঢাল ঠুকে কত ঢালী, ঢালীপাক খেলে।
ধানকী ধনুক লয়ে, তীর ছুড়ে ফেলে॥
কত মত জহরত, মুক্তা জোড়া জোড়া।
চুনী মণি, টাকা আর, মোহরের তোড়া॥
এইরূপ সঙ্গে তাঁর, কত আড়ম্বর।
হেরিয়া আমার হয়, সম্ভ্রম অন্তর॥
অনুগত কত লোক, সম্মুখে দাঁড়ায়।
এক জনে ডাকিলেই, শত জন ধায়॥
মাতঙ্গগামিনী তিনি, কুরঙ্গনয়না।
স্থূল-কলেবরা তবু, কমল-আসনা॥
অনুভাবে বুঝি তিনি, স্বভাবে চঞ্চলা।
এক ঠাঁই স্থির নন্, যেমন চঞ্চলা॥

গণা নাহি যায় তাঁর কত অলঙ্কার।
সুবর্ণের গাছ যেন, কলেবর তাঁর॥
তাহাতে ফলেছে যেন, মণি মুক্তা ফল।
ঝক্ ঝক্ করিতেছে, অতি নিরমল॥
তাঁরে হেরি বাগ্‌দেবী, অতি সমাদরে।
কাছে বসালেন আশু, ধরি তাঁর করে॥
বলিলেন বল বোন্, শুভ সমাচার।
কেমন আছেন সব, স্বজন তোমার॥
বহু দিবসের পর, দেখা তব সনে।
কি কারণে আগমন, আমার সদনে?॥
পরে দেবী মম প্রতি, দৃষ্টিপাত করি।
হেসে হেসে আমায়, বলেন শুভকরী॥
প্রণিধান কর বাছা, আমার বচনে।
আমার ভগিনী ইনি, জানে সর্ব্ব জনে॥
ইঁহার আখ্যান লক্ষ্মী, ব্যক্ত চরাচরে।
ধনাভাব নাহি থাকে, ইনি এলে ঘরে॥
বিদ্যার ঈশ্বরী হই, আমি রে যেমন।
ধনের ঈশ্বরী হন, ইনিও তেমন॥
এ বনেও আছে বাছা, ভবন ইঁহার।
ঐশ্বর্য্যের কথা আমি, কত কব আর॥
জগতের লোকে আমি, বিদ্যা করি দান।
ইনিও অতুল ধন, করেন প্রদান॥
আমাকে যে করে পূজা, বিদ্যা পায় সেই।
ইঁহাকে যে পূজে, তার ধনাভাব নেই॥

এই বনে থাকি বাছা, আমরা দু জন ;
মানবের করি কত, কল্যাণ সাধন ॥
আমাদের অধিকার, ধরা সমুদয়।
আমাদের ছাড়া বাছা, কিছুই না হয় ॥
কেহ এঁর অনুগত, না চায় আমায়।
কেহ মম অনুগত, ইঁহাকে না চায় ॥
কেহ কেহ আমাদের উভয়ের নয়।
আমাদের অর্চনায়, রত নাহি রয় ॥
আমাদিগে কায়োমনে, পূজা করে যারা।
আমাদের প্রিয়পাত্র, সদা হয় তারা ॥
আমরা তো অন্য কিছু, প্রয়াসিনী নই।
কেবল ভক্তির ডোরে, বাঁধা সদা রই ॥
আমার অনুজা ইনি, আমি এঁর বড়।
বড় বলি মম প্রতি, ভক্তি বড় দড় ॥
দৈবযোগে যাই আমি, ইঁহার সদন।
ইনিই আসেন হেথা, যখন তখন ॥
নিয়ত রাখেন ইনি, আমার সম্মান।
মম পরামর্শ না করেন, হেয়জ্ঞান ॥
যখন তখন ইনি, সাধিতে স্ব কাজ।
লইতে আমার যুক্তি, না করেন ব্যাজ ॥
যেখানেতে হয় বাছা, আমার গমন।
সেখানে যাইতে সদা, ইঁহার যতন ॥
মম সহকারে রক্ষা, করেন বিভব।
আমি না থাকিলে ইনি, হারাতেন সব ॥

যার বাড়ী গিয়া ইনি, হন অধিষ্ঠান।
তথায় আমার দেখা, যদি নাহি পান॥
আশুগতি তার বাটী, করি পরিহার।
স্থানান্তরে যান ইনি, সংশয় কি তার?॥
কমলার পরিচয়, এইরূপে দিয়া।
ক্ষণকাল রহিলেন, নীরব হইয়া॥
উভয়ের আভরণ, করি বিলোকন।
মনে মনে করিলাম, তুলনা তখন॥
কমলার অলঙ্কার, মনোহর বটে।
দীপ্তিমান হোলো না তো, বাণীর নিকটে॥
লক্ষ্মীর ভূষায় আছে, অনেক কৃত্রিম।
সরস্বতী-বিভূষণ, সব অকৃত্রিম॥
লক্ষ্মী-ভূষা উজ্জ্বল, না থাকে চির দিন।
কিছু দিন পরে হয়, সকলি মলিন॥
ব্যবহারে অনায়াসে, হোতে পারে ক্ষয়।
পূর্ব্বরূপ মূল্য তার, কখন না রয়॥
বাগীশার ভূষা সব, নিয়ত অক্ষয়।
ব্যবহারে মূল্য বাড়ে, আরো দীপ্তিময়॥
বিদ্যেশার বিদ্যা আর, ধনেশার ধন।
কি বড় কি ছোট, কিছু হোলো নিরূপণ॥
পুনরায় মনে হয়, সংশয় উদয়।
দেখে শুনে কোনমতে, বোধোদয় নয়॥
নিরখিয়া লক্ষ্মী-পানে, চাই একবার।
সরস্বতী-পানে চেয়ে, দেখি পুনর্ব্বার॥

লক্ষ্মীরূপ বিলোকন, করি যে সময়।
লক্ষ্মীকেই একেবারে, বড় বোধ হয়॥
আবার বাণীর রূপ নিরখিলে পর।
বাণীকেই বড় জ্ঞান, হয় আশুতর॥
এইরূপে মনে মনে, কত ভ্রমোদয়।
কোনমতে নাহি হয়, সংশয় বিলয়॥
অবাক্ হইয়া আমি, থাকি এক পাশে।
কোন কথা জিজ্ঞাসিতে, নাহি পারি ত্রাসে॥

সরস্বতীর প্রতি লক্ষ্মীর উক্তি।

সত্য বটে, আমি হই, তোমার অনুজা।
সত্য বটে, তুমি হও আমার অগ্রজা॥
সত্য বটে, রাখি আমি, তোমার সম্মান।
সত্য বটে, কর তুমি, পরামর্শ দান॥
সত্য বটে, জানি আমি, তব সন্নিধান।
সত্য বটে, কর তুমি, আমার কল্যাণ॥
তা বোলে কি সর্ব্বত্র করিবে অপমান।
ছোট হই বলিয়া কি, নাই মম মান?॥
এমনি কোরে কি দিতে, হয় পরিচয়।
এমন বাক্য বলা, উচিত কি হয়?॥
বিবাদের ভয়ে, কোন কথা নাহি কই।
যখন তখন তব, বাক্যবাণ সই॥

বোধেন্দূদয়।

বড় বোন্ বোলে কত, মান রেখে চলি।
হাসিয়া উড়াই সব, কিছু নাহি বলি॥
আমার অপেক্ষা তুমি, বড় বড় নও।
তবে কেন বড় হয়ে, নানা কথা কও॥
রাখি মান, তাই মান, পাও পায় পায়।
আমি না মানিলে কেবা, মানিত তোমায়?॥
বয়সেতে বড় হও, ক্ষতি কিবা তায়।
কাজে বড় হোতে পারো, তবে বুঝা যায়॥
আর না আসিব বোন্, তব নিকেতনে।
এইবার শেষ দেখা, হোলো তব সনে॥

সরস্বতীর উক্তি।

আমার বচন ধর, ক্রোধ পরিহার কর,
ক্রোধ করা না হয় উচিত।
বলিলাম সত্য কথা, তাতে কেন পাও ব্যথা,
কি বুঝিয়া ভাব বিপরিত॥
দু বোনে করিলে দ্বন্দ্ব, লোকে কত কবে মন্দ,
নিয়ত করিবে উপহাস।
অনুজা ভগিনী হোয়ে, কেন কটু কথা কোয়ে,
করিতেছ নিজ মান নাশ॥
প্রণয়েতে হয় যাহা, বিবাদে না হয় তাহা,
জেনে কি জান না বিনোদিনি।
মানো আর নাহি মানো, নিজে তুমি ভাল জানো,
আমি কত স্নেহ-প্রকাশিনী॥

তুমি গুণবতী সতী, কে দিল এমত মতি,
আজ্ কেন স্বভাবে অভাব ?।
যত অনুরাগ তব, করিলাম অনুভব,
কি কারণে ঘটিল এ ভাব ? ॥
অন্য দিন হেথা এসে, কথা কও হেসে হেসে,
ম্লানমুখী কখন না হও।
হেরিয়া তোমার মুখ বিদীর্ণ হতেছে বুক,
দ্বন্দ্ব ছেড়ে অন্য কথা কও ॥

লক্ষ্মী।

মিছা কেন বক আর, মিছা কেন বক আর।
ভালরূপে জানিলাম, তব ব্যবহার ॥
ছোট বোনের উপরে, ছোট বোনের উপরে।
জানা গেল বড় বোন, যত স্নেহ ধরে ॥
আর আদরে কি ফল, আর আদরে কি ফল।
কি হইবে গোড়া কেটে, অগ্রে দিলে জল ॥
দিদি! আমি কি সামান্যা, দিদি! আমি কি সামান্যা
লোকের সমাজে আমি, হই না কি মান্যা ? ॥
আমি হই অগ্রগণ্যা, আমি হই অগ্রগণ্যা।
সকলে আমায় মানে, বলে ধন্যা ধন্যা ॥
বলি কোরে অহঙ্কার, বলি কোরে অহঙ্কার।
আমার মতন মেয়ে, খুঁজে মেলা ভার ॥
নই অবলা অবলা, নই অবলা অবলা।
আমার মতন বলো, কে আছে প্রবলা ॥

বলো আমার কি নাই ? বলো আমার কি নাই ? ।
যখন যা ইচ্ছা করি, অনায়াসে পাই ॥
করি অসাধ্য সাধন, করি অসাধ্য সাধন ।
সর্ব্বারাধ্যা, কই আর আমার মতন ? ॥
কেবা না পূজে আমায় ? কেবা না পূজে আমায় ? ।
আমায় পূজিয়া কোথা, কেবা কি না পায় ? ॥
মমাদেশে কে না চলে ? মমাদেশে কে না চলে ? ।
সকলেই পড়ে আছে, মম পদতলে ॥
ভেবে দেখনা ভগিনি ! ভেবে দেখনা ভগিনি ! ।
আমার মতন আর, কে আছে ভোগিনী ?॥
দেখ মম মান কত, দেখ মম মান কত ।
অবিরত অনুরক্ত, ধরাবাসী যত ॥
সবে হয়ে একমন, সবে হয়ে একমন ।
আমার পূজায় রত, থাকে অনুক্ষণ ॥
কারো অবসর নাই, কারো অবসর নাই ।
কেবল আমার তরে, ঘুরিছে সবাই ॥
কেউ আমায় ভুলে না, কেউ আমায় ভুলে না ।
আমার দোষের কথা, কখন ভুলে না ॥
যত ধরার বিভব, যত ধরার বিভব ।
আমা হোতে হয় সব, আমাতেই সব ॥
দিদি ! আমি নই যার, দিদি ! আমি নই যার ।
আজীবন দুর্দ্দশার, সীমা নাই তার ॥
বিনা মম সহকার। বিনা মম সহকার ।
সংসারে থাকিতে পারে, হেন সাধ্য কার ॥

সব করিব প্রচার, সব করিব প্রচার।
তবে তো জানিবে তুমি, ক্ষমতা আমার॥

আপনি প্রবলা, কমলা অবলা,
দিদি! মনে কি ভেবেছ?।
হোয়ে বুদ্ধিমতী, তুমি সরস্বতী,
ভ্রমকূপে কি নেবেছ?॥
আমিও তোমার, কত উপকার,
করিয়াছি কে না জানে?।
সে সব এক্ষণে, পড়ে কি না মনে,
মত্ত হোয়ে অভিমানে॥
ছোট বয়ঃক্রমে, কাজে কোন ক্রমে,
তোমা হোতে ছোট নই।
যারে জিজ্ঞাসিবে, সেই তো বলিবে,
আমি কত বড় হই॥
ধরার বিভব, যত দেখ সব,
দিদি আমারি তো হয়।
যা আছে যাহার, সকলি আমার,
আমা ছাড়া কিছু নয়॥
মম নিকেতন, মম উপবন,
মম চারু তরুগণ।
সুমধুর ফল, তাহাতে সকল,
শোভা করে উদ্দীপন॥

কিবা মনোরম, বাঁধা ঘাট মম,
আমারিতো সরোবর।
আমার বসন, আমার ভূষণ,
মম মণি মুক্তাকর॥
মম ধাতু যত, আমার রজত,
আমার কনক সব।
ক্ষমতা আমার, কেমনে তোমার,
দিদি হবে অনুভব?॥
আমার প্রবাল, আমার রুমাল,
আমার শালের যোড়া।
আমারি তো ঘড়ী, আমারি তো ছড়ি,
আমার টাকার তোড়া॥
আমার মাতঙ্গ, আমার তুরঙ্গ,
আমার মহিষ মেষ।
আমার বলদ, আমার গরদ,
আমার বনাত খেস॥
আমারি তো গবী, আমারি তো ছবি,
আমার বৈঠকখানা।
আমারি তো সেজ, আমারি তো মেজ,
আমার বিছানা নানা॥
আমারি তো পথ, আমারি তো রথ,
আমারি তোষক গদি।
আমারি তো জল, আমারি তো স্থল,
আমার সাগর, নদী॥

আমারি তো সাজ, আমার জাহাজ,
আমার তাহার পালি।
সকল প্রকার, তরণী আমার,
আমার যে দাঁড় হালি॥
আমার ওদন, আমার ব্যঞ্জন,
আমারি তো দাস দাসী।
সুরস সুতান, সামগ্রী অপার,
আহারীয় রাশি রাশি॥
আমারি তো জাঁক, আমারি তো শাঁক,
আমার মৃদঙ্গ বাঁশী।
আমারি তো ডাক, আমারি তো ঢাক,
আমার সাঁনাই কাঁসি॥
আমারি তো দেশ, আমার প্রদেশ,
আমার সকল রাজ্য।
আমার অধীন, হোয়ে নিশি দিন,
সবে করে নানা কার্য্য॥
মম সিংহাসন, মম সেনাগণ,
মম সেনাপতি যত।
দেখিয়া দেখ না, জানিয়া জান না,
আমার গৌরব কত॥

ভগিনি! বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি আমার অপেক্ষা কোনমতে শ্রেষ্ঠা নও। এই জগন্মণ্ডলে যে স্থলে যাহা আছে সমস্তই আ-

মার অধিকারভুক্ত। আমি যাহাকে যাহা দান করি সেই তাহা পায়, নতুবা কোন রূপে পাইবার উপায় নাই। যে ব্যক্তি আমাকে পূজা করিতে কিম্বা আমার অনুগত হইতে ইচ্ছা না করে, তাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। তজ্জন্য আমার উপাসনা না করে এমন মানব অতি বিরল। যে ব্যক্তি আমাকে যে-রূপ ভক্তি করে আমি তাহাকে সেইরূপ ঐ-শ্বর্য্য প্রদান করি।

আপনাকে আপনি বড় বলিলে কিছু বড় হওয়া যায় না, লোকে যাহাকে বড় বলে তা-হাকেই বড় বলা যাইতে পারে। কিন্তু যখন আমাকেই সকলে বড় বলিয়া থাকে তখন আমি যে নিশ্চয় বড় তাহার আর সন্দেহ কি আছে।

সরস্বতী।

কি কথা বলিলে বোন্, শুনে হাসি পায়।
আপনাকে বাড়াতেছ, কথায় কথায়॥
ক্রোধ ভরে করিতেছ, আপন বড়াই।
ছি ছি বোন্ কিছু কি লো, বিবেচনা নাই॥

তুমি যদি কটু বল, নিন্দা নাই তার।
শরা জ্ঞান করিতেছ, বিশাল ধরায়॥
আমি যদি কটু কথা, বলি লো তোমায়।
তাহা হোলে সকলেই, দূষিবে আমায়॥
আমাদের উভয়ের, স্বভাব যেমন।
কারো অগোচর নাই, জানে সর্ব্ব জন॥
নীরব হইয়া আর, থাকিতে না পারি।
তোমাকের কথা আর, সহিতেও নারি॥
রাগে মত্ত হোলে আর, থাকে না কি জ্ঞান
ছোট হোয়ে করো না, বড়র অপমান॥

লক্ষ্মী।

তোমার বচন শুনে, সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলে।
কেন তুমি বড় হও, বড় কেবা বলে॥
মিছামিছি কেন আর, করিতেছ গোল।
এখনো কি ঘুচিল না, বড় বলা বোল॥
তুমি বোন্, বড় কিসে, কর সপ্রমাণ।
চুপ কোরে থাকা তব, না হয় বিধান॥
আমি মন্দ আছি দিদি? তুমি বড় ভালো।
অকারণে বিবাদ-অনল, কেন জ্বালো॥
আর ব্যানে, বাক্য ব্যয়ে, প্রয়োজন নাই।
মানে মানে এই বেলা, নিজালয়ে যাই॥
থাকিলে কেবল আরো, বাড়িবে বিবাদ।
কি বলিতে, কি বলিব, ঘটিবে প্রমাদ॥

সরস্বতী।

এত লো উতলা কমলা কেন ?।
চঞ্চলা মতন চঞ্চলা যেন॥
ভগিনি ! আমার বচন ধর।
যেও না অনেক বিলম্ব কর॥
কিসের কারণ এতই ক্রোধ ?।
উন্মত্তা তোমায় হোতেছে বোধ॥
এলায়ে পড়েছে, মাথার কেশ।
নাই কি তোমার ধীরতা লেশ ?॥

লক্ষ্মী।

যেখানেতে মান নাই, শুধু অপমান।
উচিত না হয় আর, তথা অবস্থান॥
আমি কি সামান্যা মেয়ে, দেখেছ ভগিনী ?।
মহীতে নরের আমি, পালনকারিণী॥
আর সেটা কত কথা, বোলে এই বার।
ভাল কোরে চালাইব, সমস্ত আমার॥
বুদ্ধিতে আমার মান, আশা আছে কার।
নানা স্থানে নানা ভাবে, করি ব্যবহার॥
অনন্ত আমার লীলা, অনন্ত মহিমা।
নিরূপণ কে করিবে, মম গুণসীমা ?॥
সসাগরা ধরা হয়, মম অধিকার।
আমা হোতে জগতের, কত উপকার॥

আমার কৃপায় বাঁচে, সমুদয় জীব।
আমা হোতে হয় শুধু, সংসারের শিব॥
হইলে আমার ক্রোধ, ঘটে মন্বন্তর।
মন্বন্তর সহ আসে, মারী ভয়ঙ্কর॥
লক্ষ্মীছাড়া হলে দেখ, নানা জ্বালা ঘটে।
সুবুদ্ধির বুদ্ধি আর, নাহি থাকে ঘটে॥
পেটের জ্বালায় হয়, সদা জ্বালাতন।
মানসিক শান্তি নাশ, পায় প্রতিক্ষণ॥
পেট পেট কোরে শেষে, নিরত ব্যাকুল।
যাহার পেটের দায়, ভাবনার মূল॥
কেমনে তোমার ভক্ত, হবে সেই জন?।
কেমনে তোমার প্রতি, যাবে তার মন?॥
যাহাতে পূজিবে সেই, তোমার চরণ।
কেমনে করিবে বল, তার আয়োজন?॥
কেমনে সে প্রকাশিবে, বুদ্ধির কৌশল?।
কেমনে করিবে ভোগ, কৌশলের ফল?॥
কেমনে বা দিবে তব, মতে মত দান।
কেমনে তোমার পথে, হবে আগুয়ান?॥
কেমনে করিবে তব, গুণের বাখান?।
কেমনে রাখিবে সেই, তোমার সম্মান?॥
সত্য বটে তব পথে, করিলে গমন।
অনায়াসে হয় কত, অসাধ্য সাধন॥
অনটন-নিশাচরী, অতি ভয়ঙ্করী।
আগলে তোমার পথ, নানা মায়া ধরি॥

আফিং করিয়া থাকি, তার দর্প চুর।
একেবারে তারে আমি, করিয়া দি দূর॥
তবে তো অভয় হয়, নরের মানস।
তব পথে যেতে তার, জন্মায় সাহস॥
অতএব কভু আমি, ছোট কভু নই।
মনে ভেবে দেখ বড়, হই কি না হই॥
যা বল তা বল দিদি, আমিই [illegible]।
আমার ক্ষমতা আছে, সকলের জানা॥

মরি মরি আমার দিদি! এক রূপ নয়।
অনন্ত আমার রূপ, জানিবে নিশ্চয়॥
কোন্ রূপে থাকি আমি, কাহার আবাসে।
প্রকাশ করিয়া বলি, মনে যত আসে॥
আমাকে চিনিতে পারা, সহজ তো নয়।
আমিই তাহার হই, আকার যে হয়॥
শস্য রূপে থাকি আমি, কৃষকের ঘরে।
ছবি রূপে দয়া আমি, করি চিত্রকরে॥
বাস রূপে থাকি আমি, তাঁতির আবাসে।
মীন রূপে থাকি আমি, ধীবরের পাশে॥
তৈল রূপে থাকি আমি, কলুর সদন।
কুমারের গৃহে হই, মাটির বাসন॥
ছুরি কাঁচি বঁটি হই, কামার-ভবনে।
হোয়ে থাকি গোরস, গোপের নিকেতনে॥

সুরা রূপে যাই আমি, শুঁড়ির মন্দিরে।
জহুরির গৃহে হই, মণি, মুক্তা, হীরে॥
স্বর্ণকার-গৃহে হই, সুবর্ণ ভূষণ।
সূত্রধর-গৃহে ধরি কাটের গড়ন॥
কাঁসারির গৃহে হই, ঘটী বাটী থালা।
মালির ভবনে হই, কুসুমের মালা।
পান রূপে থাকি আমি, বারুই-আগার।
ময়রার গৃহে ধরি, সন্দেশ-আকার॥
সমাচারপত্র রূপে, সম্পাদক-গেহে।
অবস্থিতি করি আমি, অতিশয় স্নেহে॥
যে যার ব্যবসা করে, আমি সেই বেশে।
তার ঘরে বাস করি, সকল প্রদেশে॥
ব্যবহার্য্য ভোগ্য ভক্ষ্য, সামগ্রী-নিচয়।
সর্ব্বলিপ্ত আমি, সব আমাতেই রয়॥
আমি তরু, আমি মূল, আমি ফুল, ফল।
আমি টাকা, আমি কড়ী, আমি যত কল॥
আমি বেশ, আমি ভূষা, আমি পরিধান।
আমি মুগ, আমি, ছোলা, আমি চাল ধান॥
লবঙ্গ এলাচ আমি, আমি দারুচিনি।
আমি দধি, আমি, দুগ্ধ, আমি ঘৃত চিনি॥
আমি ভাঁড়, আমি খুরী, আমি হাঁড়ী শরা।
আমি মণ্ডা, আমি গোল্লা, আমি রসকরা॥
আমি গজা, আমি খাজা, আমি ছানাবড়া।
আমি ছাতা, আমি বেড়ী, আমি চাবী কড়া॥

আমি ধুতি, আমি শাড়ী, আমিই রুমাল ।
আমিই উড়ানী আর, আমি যোড়া শাল ॥
আমি ঘোড়া, আমি গাড়ী আমি নিকেতন ।
আমি পাল্কী, আমি চৌকী, আমি কাষ্ঠাসন
ধরাতলে এইরূপ দ্রব্য অগণন ।
নিয়ত নরের করে কল্যাণ সাধন ॥
সকলের উপরে, আমার প্রাদুর্ভাব ।
সহজে না বুঝা যায়, আমার এ ভাব ॥
আমার স্বরূপ সব, আমার স্বরূপ ।
কেবল প্রভেদ আছে, নাম আর রূপ ॥
জগতে সকলি এক, কি আছে সংশয় ।
বিনিময় করিলেই, ধন লাভ হয় ॥
সবার ঈশ্বরী আমি, সব যে আমার ।
আমি যাই আছি তাই, চলিছে সংসার ॥
মম অনুরক্ত ভক্ত, ধরাধামে যত ।
তোমারে কি অনুগত, ভক্ত আছে তত ? ॥
তব ভক্ত হোতে কেহ, সহজে না চায় ।
কত ক্লেশ বোধ করে, শিশু সমুদায় ॥
তব ভক্ত হোতে যেবা, যুক্তি করে দান ।
তারে তারা একেবারে, করে অরি জ্ঞান ॥
তব প্রতি ভক্তি নিধি, স্বাভাবিক নয় ।
করিলে তাড়না বহু, তবে মন লয় ॥
মম ভক্ত হোতে চায়, দুগ্ধপোষা ছেলে ।
অন্য দ্রব্য ফেলে দেয়, শাদা চাকি পেলে ॥

বোধেন্দুকর।

কখন না চায় শিশু, পুজিতে তোমায়।
তার মাতা এই কথা, বলিয়া বুঝায়॥
"বাছাধন! বিদ্যাধন, কর উপার্জ্জন।
সারদার পূজাকর, বিদ্যার কারণ॥
বিদ্যা হোলে যাদুমণি, কত ধন পাবে।
গাড়ী ঘোড়া চোড়ে তুমি অনায়াসে বেড়াবে।
বিদ্যা না শিখিলে বাছা, কোথা পাবে ধন।
কেমনে পাইবে খেতে, ননী মাখন?॥
কেমনে পরিবে পরে, উত্তম বসন?।
কিসে পাঁচ জনকার, হবে এক জন?॥
বিদ্যা না শিখিলে বাছা, বিবাহ না হবে।
আইবড় হোয়ে তুমি, চিরকাল রবে॥
অমুকের সেজো ছেলে, সুবোধ নবীন।
শিখেছে অনেক বিদ্যা, পোড়ে নিশি দিন॥
তাইতো এখন সে, পেয়েছে উচ্চপদ।
তাই তার কত যশ, বেড়েছে সম্পদ॥
সম্পদের তরে তার, কতই গৌরব।
হইয়াছে বশীভূত, সকল মানব॥
বিদ্যা শিখলেই বাছা, ধন লাভ হয়।
ধন লাভ হোলে লোক, কত সুখে রয়॥
তাই বলি ওরে বাছা, উপদেশ ধর।
খেলায় না হোয়ে রত, লেখা পড়া কর॥
বাল্যকালে লেখা পড়া, না করে যে ছেলে।
বৃথায় সময় হরে, শুধু খেলে খেলে॥

পরে তার দুঃখ হয়, বাঁচে যত কাল।
তার দুর্দ্দশায় কাঁদে, কুক্কুর শিয়াল॥
লেখা পড়া শেখে নাই, ওদের জামাই।
দুঃখে দুঃখে হাড় মাটী, হইতেছে তাই॥
ভাগ্যে কিছু কুল ছিল, কুল নাড়া দিয়া।
সে সময়ে তাই তার, হোয়েছিল বিয়া॥
এখন তো নাই আর, কুলের বড়াই।
একেবারে পড়িয়াছে, কুলমানে ছাই॥
কাদীর কপাল মন্দ, সন্দেহ কি তার।
তাই তার হাতে পোড়ে, হাহাকার সার॥
কিছু লেখা পড়া যদি, শিখিত সে ছোঁড়া।
তবে কেন গালি দিত, বোলে মুখপোড়া॥
তবে কি হইত কেউ, তার প্রতিবাদী?।
ভাত কাপড়ের তরে, কাঁদিত কি কাদী?॥
শত্রুমুখে ছাই দিয়ে, মাগীর কপায়।
শুটিকত ছেলে হোয়ে, ঘটেছে কি দায়॥
বাঁচিয়া থাকিত যদি, কাদীর মা বাপ।
তা হোলে কি হোতো তার, এতই সন্তাপ॥
ভাই যে ভেড়ের বশ, হোয়েছে সদাই।
অতএব ভাই তার, দেঁতে থেকে নাই॥
ভাই দেয় কেবল পেটের দুটি ভাত।
আহা ছুঁড়ী খেটে খেটে, মরে দিন রাত॥
পা দিয়া তাহার ভাজ, পায়ের উপরে।
কেবল বসিয়া থাকে, কিছুই না করে॥

ধরাতলে ধনহীন, স্বামী হয় যার।
এরূপ দুর্দ্দশা বাছা, ঘটে থাকে তার॥
যাহার স্ত্রী পুত্রেরা, ভাতের ক্লেশ সয়।
তারে কি পুরুষ কই, পুরুষ সে নয়॥
অতএব ওরে বাছা, হও সাবধান।
বিদ্যা আলোচনা করি, হও বিদ্যাবান্॥
বড় হোলে স্ত্রী পুত্রেরা, সকল তোমার।
ভাত কাপড়ের দুঃখে, কাঁদিবে না আর"॥
এইরূপে জননীরা, বিবিধ বচনে।
নিজ নিজ শিশুগণে, ভুলায় যতনে॥
ধন-মান আশা দিয়া, অনেক কৌশলে।
তোমাকে খুঁজিতে দেখ, শিশুদিগে বলে॥
আমাকে পাবার তরে, অর্চ্চনা তোমার।
আমাকে পাইলে মন, সন্তোষ সবার॥
আমাকে পাবার আশা, যদি না থাকিত।
তোমাকে পাইতে কেবা, যতন করিত"॥

সরস্বতী।

আমার ভারতী, শুন লক্ষ্মী সতি,
কিঞ্চিৎ ধীরতা ধর।
কেন আমা সহ, করিছ কলহ,
আশু ক্রোধ পরিহর॥

তুমি বিনোদিনী, অনুজা ভগিনী,
তাই এত কথা সই।
মনে যত আছে, বল মম কাছে,
তাতে বিষাদিনী নই॥
বাড়াতে স্ব মান, স্ব গুণের গান,
আহা! করিলে সো বেশ।
তোমো কি কারণ, তোমার এখন,
মম প্রতি এত দ্বেষ?॥
মুখে আপনার, স্বগুণ প্রচার,
অতি অনুচিত অতি।
তাই চুপ করি, সাধে ভাব ধরি,
বোধেছি সে শুদ্ধমতি!॥
পাত্র কাল দেশ, ভাবিয়া বিশেষ,
বুধগণ কার্য্য করে।
যখন যেমন, তখন তেমন,
করিয়া সময় হরে॥
আমি নিজে বাণী, বলি সত্য বাণী,
সত্য কহিতে কি হানি।
আমার বিষয়, অন্যে জ্ঞাত নয়,
আমি নিজে যত জানি॥
তুমি নিজে মানী, আমাকে মানানা,
ভেবেছ কি মনে মনে।
আমার বচন, করিলে শ্রবণ,
ভ্রম যাবে তত্ক্ষণে॥

সত্য বটে কর তুমি, জগতের শিব।
সত্য বটে তোমা হৈতে, [illegible] যত জীব ॥
সত্য বটে সকলেই, তব অনুগত।
সত্য বটে সবে দেয়, তব মতে মত ॥
সত্য বটে সকলেই, তোমাকেই চায়।
সত্য বটে সকলেই, পড়ে তব পায় ॥
সত্য বটে নানারূপ, তোমার আকার।
সত্য বটে তোমা বিনা, চলে না সংসার ॥
সত্য বটে তুমি হও, ধরার বিভব।
সত্য বটে তোমা হোতে, সকল উদ্ভব ॥
তাই তুমি আপনাকে, কর বড় জ্ঞান।
তাই তব বাড়িয়াছে, এত অভিমান ॥
তোমাকে সামান্য নেত্রে, দৃষ্টি করে যারা।
তোমাকেই বড় বোলে, জানিয়াছে তারা ॥
ধরায় অনেক লোক, সামান্য নয়নে।
তোমাকে যে দরশন, করে প্রতিক্ষণে ॥
তোমায় অনেকে তাই, বড় বলি জানে।
তোমায় অনেকে তাই, বড় বলি মানে ॥
জ্ঞান-নেত্রে যে আমায়, করে বিলোকন।
আমি যে কেমন ওলো, জানে সেই জন ॥
অল্প লোক জ্ঞান-নেত্রে, হেরে লো আমায়।
মম দরশন তাই, অল্প লোকে পায় ॥
অল্প লোকে তাই বোন্, মম গুণ গায়।
মম অন্বেষণে তাই, অল্প লোকে ধায় ॥

বোধেন্দুদয়।

নিতান্ত অজ্ঞান যারা, নিতান্ত অজ্ঞান।
কেমনে জানিবে তারা, আমার সম্মান ? ॥
অজ্ঞানতা-কূপে ডুবে, অনেকেই আছে।
কেমনে আসিতে তারা, পারে মম কাছে ॥
সহজেই পাপপথে, অনেকেই যায়।
ধর্ম্মপথে যেতে হোলে, ঘটে বড় দায় ॥
সকলেই পাপপথে, করেছে গমন।
ধর্ম্মপথে পর্য্যটন, করেছে ক জন ? ॥
পাপের অপেক্ষা যদি, ধর্ম্ম ছোট হয়।
তা হোলে আমি লো ছোট, হব লো নিশ্চয় ॥
অজ্ঞানেরা রত থাকে, তোমার সেবায়।
তোমার কৃত্রিম রূপ, তাদিগে ভুলায় ॥
রোগির কুপথ্য খেতে, সদা আকিঞ্চন।
ঔষধ খাইতে সেই, না চায় কখন ॥
তাহার আত্মীয়গণ, অমনি তখন।
কত কথা বলে তার, মনের মতন ॥
"একবার কর কর, ঔষধ সেবন।
যা চাহিবে তাহা খেতে, করিব অর্পণ ॥
খেতে দিব নানা ফল, শীতল জীবন।
খেলে সুস্থ হবে তব, তাপিত জীবন" ॥
কুপথ্য খাবার আশে, সে রোগী যেমন।
ইচ্ছায় ঔষধ পান, করে ততক্ষণ ॥
সেইরূপ মাতা পিতা, অতি সযতনে।
ধনলাভ আশা দিয়া, ভুলায় নন্দনে ॥

ধনলাভ আশা করি, বালক-নিচয়।
অবিরত আমার, সেবায় রত হয়।
অজ্ঞানেরা মনে ভাবে, অর্থের কারণ।
সংসারে কেবল হয়, বিদ্যা প্রয়োজন॥
তা হইলে ধনিদের বিদ্যায় কি কাজ?।
বিদ্যাহীন হোলে তারা, কেন পায় লাজ?॥
অতএব দেখ বোন্, করি বিবেচনা।
ধনের কারণ নয়, মম আরাধনা॥
ধরার ভিতরে হয়, যে জন সজ্ঞান।
সে আমায় অবশ্য, করিবে বড় জ্ঞান॥
তোমার কুহকে তার, ভুলিবে না মন।
তোমায় বলিবে ছোট, যখন তখন॥
ওলো লক্ষ্মি! মনে ভেবে, দেখ লো আবার।
একেবারে অভিমানে, কর পরিহার॥
অনুভবে বুঝা গেছে, নও জ্ঞানবতী।
নতুবা ঘটিবে কেন, তোমার এ মতি?॥
জান না কি জানি লো, কেমন দিদি হই।
সার জ্ঞান কই তব, সার জ্ঞান কই?॥
নদীজলে যত দেখ, উত্তম বিষয়।
অধিক না হয় আহা, অধিক না হয়॥
ভাল অতি অল্প ভাগ, মন্দ সমুদয়।
ছোট বড় সকলেই, এই কথা কয়॥
অনেকে তোমার ভক্ত, মিথ্যা কিছু নয়।
নিয়ত তোমার তারা, কেনা হোয়ে রয়॥

বোধেন্দুদয়।

যম অনুরক্ত ভক্ত, অতি অল্প লোক।
অল্প লোকে পেয়ে থাকে, জ্ঞানের আলোক॥
তব বহু ভক্ত বোলে, তুমি কি লো বড়।
এ কথা কি মানে সেই, জ্ঞানে যেবা দড়॥

ভগিনি! আমি তোমার সহিত বিবা
করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি ক্রোধভরে এ
এক বার কত কটু কথা ব্যবহার করিতেছ
তোমার কথা শুনিয়া হাস্য না করিয়া ক্ষা
হইতে পারি না। আপনাকে বড় সপ্রমা
করিবার নিমিত্ত যত অলীক তর্ক বিতর্ক করি
তেছ, তোমার প্রতি ততই অশ্রদ্ধা জন্মাই
তেছে, তুমি প্রথমেই বলিয়াছ যে মনুষ্যে
তোমার অনুগ্রহ লাভ ইচ্ছা করিয়া বিদ্যা
ভ্যাসে যত্নশীল হইয়া থাকে, এবং বিদ্যাভ্যা
করিলে যদি তোমার কৃপাপাত্র হইবার সম্ভা
বনা না থাকিত, তবে কেহই বিদ্যানুশীলন ক
রিত না। তোমার একথা যে নিতান্তই অ
গ্রাহ্য তাহার কোন সংশয় নাই। আম
আরাধনা করিলে যদি তোমাকে পাও
যায় তবে আর তোমার আরাধনা করিব

প্রয়োজন নাই। বিনা আরাধনায় কেহই আমার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে না, এই নিমিত্ত আমি আরাধ্যা হইয়াছি; সুতরাং তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠাও হইয়াছি।

মুখ সামালিয়া কথা, কও লো এবার।
বড় বোল্ বোলে মান, রাখিব না আর॥
বয়সেতে বড় বোলে, মান রাখি যত।
কথায় কথায় কর, অপমান তত॥
বড় বলি বহু লোকে, মেনে থাকে যারে।
আর কে হইবে বড়, বড় বলি তারে॥
লোকালয়ে গিয়া তুমি সুধাও সবারে।
যখন তখন তারা, বড় বলে কারে?॥

সরস্বতী।

সে কথা কাজের নয়, অজ্ঞানে যা বলে।
অজ্ঞানের মতে বল, জ্ঞানী কি লো চলে?॥
জগতে যে সব লোক, করিছে বসতি।
তার মধ্যে অনেকেই, জ্ঞানহীন অতি॥
অজ্ঞানে তোমায় বড়, বলে যথা তথা।
অজ্ঞানে বিশ্বাস করে, অজ্ঞানের কথা

কাজে কাজে বহু লোকে, তব অনুগত।
তোমাকেই বড় তারা, বলে ক্রমাগত ॥
জ্ঞানী যারে বড় বলে, বড় হয় সেই।
জ্ঞানির নিকটে কারো, অনুরোধ নেই ॥
বাহ্য আড়ম্বর তব, করি বিলোকন।
অনায়াসে ভুলে যায়, অজ্ঞানের মন ॥
মনে ভাবে সুখে রবে, তবাশ্রয় পেয়ে।
তোমার অর্চনা করে, সব দিয়া ফেলে ॥
দয়া ধর্ম সত্যতায়, করি পরিহার।
নিয়তই পূজা করে, চরণ তোমার ॥
দু দিনের তরে এসে, ধরার ভিতরে।
একেবারে বাসা করে, অধর্মের ঘরে ॥
ক্রমাগত হইলেও, আশায় বঞ্চিত।
তবু তার জ্ঞানোদয়, না হয় কিঞ্চিৎ ॥
অজ্ঞান যাহার ভক্ত, সেই বা কেমন।
অনায়াসে বুঝে লন, যত বুধগণ ॥
অতএব ছাড় মোহ, বড় বলা গোল।
মিছা মিছি আর কেন, করিছ গণ্ডগোল ॥
খোল খেয়ে করে যেবা, শরীর ধারণ।
কেমনে সে জানিবে, দুগ্ধের আস্বাদন? ॥
চাষা কি কখন জানে, খাসার কি রস?।
শ্রমেতে কি ফলোদয়, জানে কি অলস? ॥
অধার্ম্মিক যেবা তার, সদাই অসুখ।
কেমনে জানিবে সেই, ধার্ম্মিকের সুখ? ॥

যৌবনে কি ভাবোদয়, বালকে কি জানে ?।
কালা কি জানিতে পারে, কি আনন্দ গানে ?
অন্ধ কি বলিতে পারে, শোভা কারে কয় ?।
চিররোগি লোকের কি, স্বাস্থ্য-সুখ রয় ?॥
তস্করে কি ভাল লাগে, চন্দ্রিমার আলো ?।
কাকে কি পিকের রব, কভু লাগে ভালো ?॥
অসাধু কি ভালবাসে, সাধুর বচন ?।
অহঙ্কারী জানিবে কি, নম্রতা কি ধন ?॥
অপ্রেমিক জানিবে কি, প্রণয় কেমন ?।
সরলাচরণ ধরে, খল কি কখন ?॥
নীচ কি কখন জানে, মানির কি মান ?।
অজ্ঞান কি জানে কভু, জ্ঞানির কি জ্ঞান ?॥
অতএব মম গুণ, তুমি কি জানিবে ?।
বড় হও এ কথাটি, মুখে না আনিবে॥
নিতান্ত অসার বোন্, তোমার গৌরব।
জ্ঞানিগণ তুচ্ছ করে, তোমার বিভব॥
তোমা হোতে হয় শিব, জীবের যেমন।
তোমা হোতে হয় পুনঃ, অশিব তেমন॥
তুমি সবাকার কর, যত অকল্যাণ।
তত কি কর লো বোন্ মঙ্গল বিধান ?॥
আমি কখনই কারো, করি না অহিত।
কেবল সাধন করি, সবাকার হিত॥
আর কিছু বলিবার, নাই প্রয়োজন।
এতেই যে বড় ছোট, হোলো নিরূপণ॥

যেমন দুধের সার, ক্ষীর ছানা ননী।
যেমন ফণির সার, মস্তকের মণি॥
যেমন তরুর সার, সুমধুর ফল।
যেমন সরসী-সার, সুবিমল জল॥
যেমন পদ্মের সার, মধুই কেবল।
যেমন ভোজন-সার, কলেবরে বল॥
যেমন চরণ-সার, সুপথে গমন।
যেমন শ্রবণ-সার, সুকথা শ্রবণ॥
যেমন নয়ন-সার, তীর্থ দরশন।
যেমন নাসার সার, সুবাস গ্রহণ॥
যেমন রসনা-সার, মধুর বচন।
যেমন ভানুর সার, কেবল কিরণ॥
যেমন শশির সার, সুধা বিতরণ।
যেমন মেঘের সার, ধারা বরিষণ॥
যেমন অস্ত্রের সার, তীক্ষ্ণতর ধার।
যেমন বলের সার, পর-উপকার॥
যেমন সুবর্ণ-সার, কেবল সুবর্ণ।
যেমন ভাষার সার, সমুদয় বর্ণ॥
যেমন ইক্ষুর সার, চিনি আর খাঁড়।
যেমন দেহের সার, রক্ত আর হাড়॥
সেইরূপ আমি বোন্, ধরণীর সার।
বিফল জীবন তার, আমি নই যার॥
আমি যত করি, মাতঃ! তব উপকার।
তত কিছু তুমি বোন্, কর না আমার॥

যদিও আমার কাছে, জাদা স্থকঠিন।
যদিও অনেকে নয়, আমার অধীন ॥
তথাপি আমার যশ, গায় সর্ব্বজন।
তথাপি আমার বশ, তব ভক্তগণ ॥

লক্ষ্মী।

বার বার নিন্দি বোলে, যত মান রাখি।
বার বার তব কথা, যত গোরে থাকি ॥
ততই যে বাড়াবাড়ী, করিতেছ কেন ?।
কি কারণে দ্বেষাদ্বেষ, করিতেছ হেন ?॥
মুখ দেখাদেখি বুঝি, রাখিবে না আর।
অনুমান করি হেরি, তব ব্যবহার ॥
বুদ্ধিমতী জ্ঞানবতী, কে বলে তোমায় ?।
শুনিয়া তোমার কথা, অঙ্গ জ্বোলে যায় ॥
রাগালে আমায় তুমি, রাগালে আমায়।
বিশ্বাস না কর তুমি, লোকের কথায় ॥
আমাকে বলিয়া বড়, রাখে যারা মান।
তোমার বিচারে বুঝি, তারাই অজ্ঞান ॥
নিজে তুমি জ্ঞানবতী, অজ্ঞান সবাই।
এই কি জ্ঞানের কথা, তোমায় শুধাই ॥
আমা হোতে জগতের, কি কি অপকার।
সত্য করি বল দেখি, শুনি একবার ॥

সরস্বতী।

কলহকারিণী নয়, যে কুলকামিনী।
গুরুজন-অনুগতা, সুপথ-গামিনী॥
তোমার সহিত করি, তাহার তুলনা।
লক্ষ্মী লক্ষ্মী বলে তারে, সকল ললনা॥
কলহ করিয়া তুমি, ভাঙ্গিতেছ গলা।
তাহাতে তোমাকে লক্ষ্মী, কই যায় বলা॥
তব গুণ কেহ বুঝি, অবগত নয়।
সুশীলা নারীকে তাই, লক্ষ্মী তারা কয়॥
তাহারা জানিত যদি স্বভাব তোমার।
সুশীলাকে লক্ষ্মী তবে, বলিত কি আর?॥
তোমা হোতে হয় যত, অনিষ্ট ঘটন।
একে একে সমুদয়, বলিব এখন॥
আমারি তো বিদ্যা, আমি বিদ্যার ঈশ্বরী।
তোমারি তো ধন, লক্ষ্মি! তুমি ধনেশ্বরী॥
সংসার ভিতরে আছে, বিদ্যা আর ধন।
এই দুই লোকে নানা কথা উপার্জ্জন॥
বিদ্যা যদি বড় হয়, আমি বড় তবে।
ধন বড় হোলে তবে, তুমি বড় হবে॥
বিদ্যার থাকিলে দোষ, সে দোষ আমার।
ধনের যে দোষ আছে, সে দোষ তোমার॥
বিদ্যার দোষের কথা, কেহ নাহি কয়।
অতএব মম দোষ, নাহি তো নিশ্চয়॥

ধনের অগণ্য দোষ, করিব প্রমাণ।
জানাইব ধন হোতে, যত অকল্যাণ॥
অতএব লক্ষ্মি! আর, করো না বড়াই।
শুনিলে পলাতে আর, পথ পাবে নাই॥

বড় দিদি বল বল, বিলম্বে কি আছে ফল,
বল শুনি ধনের কি দোষ?।
আমি অতি তুষ্টমতী, আপনি ভাজনী অতি,
জান না কি, কারে বলে রোষ॥
তোমার যে রাগ হয়, সে রাগ কি রাগ নয়,
এ যে বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার।
রাগিয়া বলিলে যত, সহিলাম ক্রমাগত,
আরো কত বলিবে আবার॥

সরস্বতীর উক্তি।

কেমনে বলিব বোন্, ভাল তব ধন।
কি অনিষ্ট নাহি ঘটে, ধনের কারণ?॥
রাজায় রাজায় রণ, হয় দেশে দেশে।
পরস্পরে কেবল, মজায় সদা দ্বেষে॥
দলে দলে সেনাদলে, ক্রোধভরে চলে।
রক্তের তটিনী বহে, সমরের স্থলে॥

মারামারি কাটাকাটি, অবিরাম হয়।
একেবারে হত হয়, কত হাতী হয়॥
একেবারে অনেকের, পরাণ বিনাশ।
অনেকের উপস্থিত, হয় সর্ব্বনাশ॥
যথা তথা শুনা যায়, সুধু হাহাকার।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার॥

ভূপতি না পোঁছে প্রায়, প্রজার মঙ্গল।
করেকরে কর লয়, করি নানা ছল॥
দুঃখের সাগরে ভাসে, প্রজা সমুদয়।
তথাপি রাজার কিছু, দয়া নাহি হয়॥
মরুক্ না প্রজা সব, ক্ষতি কিবা তায়।
ধন মাত্র এলে হয়, ধনের শালায়॥
একটুকু সুখ কারো, মানসে না রয়।
কখন্ কি হয় বলি, সদাই সভয়॥
ধরায় এমন রাজা, কত দেখা যায়।
রাজার লোভের তরে, প্রজা ক্লেশ পায়॥
রক্ষক ভক্ষক হোলে, কোথায় নিস্তার।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার॥

দস্যুরা ডাকাতি করে, ভাঙ্গিয়া ভবনে।
স্বকার্য্য সাধিতে তারা, বধে কত জনে॥
হায় হায় দেখ বোল্, ধনলাভ তরে।
নরের না থাকে দয়া, নরের উপরে॥

ধনের কারণ শুধু, চোরে চুরি করে।
অবশেষে ধরা পোড়ে, প্রবেশে শ্রীঘরে॥
পথিকেরা মারা পড়ে, ঠেঙ্গেরার করে।
বম্বেটে তরী লোটে, এসে তরী ধরে॥
কত লোকে দস্যুবৃত্তি, করে এইরূপে।
সিঁদ দিয়া সিঁদেল, প্রবেশে চুপে চুপে॥
জোয়াচোরে জোয়াচ্চুরি, করে লো অপার।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার॥

কত কুলবতী ত্যজি, আপনার পতি।
ধন-প্রত্যাশায় করে, কুপথেতে গতি॥
জনায়াসে কালী দেয়, উভয় কুলে।
স্বামির যতন যত, একেবারে ভুলে॥
জাল করে কেহ কেহ, জঞ্জাল ঘটায়।
আপনিও মজে আর, অপরে মজায়॥
জাল কোরে যত সুখ, কত জমীদার।
জানিয়াছে, জানিতেছে, জানিবেও আর॥
জাল কোরে রাজদ্বারে, অবিশ্বাসী হয়।
আর কি বঙ্গের জয়, পূর্ব্বরূপ রয়?॥
ধন লোভে হয় লক্ষ্মি, এরূপ ব্যাপার।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার॥

মিথ্যাসাক্ষী হয় কেহ, করি নানা ছল।
অনেকের ঘটে তায়, কত অমঙ্গল॥

কোন বিচারক করে, অন্যায়কে ন্যায়।
যা ইচ্ছা করিতে পারে, ঘুস যদি পায়॥
অনেক উকীল আছে, তার বড় দাদা।
কাল করে শাদাকে, কালকে করে শাদা॥
অনেকে দাসত্ব করে, ধনের আশায়।
মহাপ্রভু হয়ে প্রভু, তাদিগে জ্বলায়॥
পরাধীন হোলে তার, থাকে কই মান?।
বহু ঠাঁই, কত পাই, তাহার প্রমাণ॥
সদা গালাগালি লাভ, আর তিরস্কার।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার॥

বন্ধুতে বন্ধুতে আর, থাকে না প্রণয়।
বন্ধুভাব পরিহরি, অরি প্রায় হয়॥
সহোদরে সহোদরে, হয় মনান্তর।
সন্তুরে অন্তরে হয়, স্নেহের অন্তর॥
একেবারে ছিঁড়ে যায়, একতার পাশ।
লোকে করে পরিহাস, ঘটে সর্ব্বনাশ॥
লোকালয়ে লোকে করে, বাদ বিসম্বাদ।
করে অশিবের কূপ, পরস্পরে খাদ॥
সংসারকে বোধ হয়, অনর্থের ঘর।
কেবল ধনের তরে, আত্ম হয় পর॥
অর্থের যে দোষ নাই, কিসে বলি আর।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার॥

অর্থের কারণ আহা, পর-অকল্যাণ।
অনেকে প্রার্থনা করে, হয় সপ্রমাণ ॥
অনেকের রোগ হোক্, বৈদ্যের প্রার্থনা।
অনেকে মরুক্, গঙ্গাপুত্রের কামনা ॥
অনেকে করুক্ দ্বন্দ্ব, উকিলের মন।
মদ খায় অনেকে, শুঁড়ির আকিঞ্চন ॥
চাসাদের অভিলাষ, বাড়ে শস্য দর।
ঘরামির বাসনা, পুড়ুক বহু ঘর ॥
অনেকে লম্পট হোক্, বেশ্যার বাসনা।
অরাজক রাজ্য হোক্, দস্যুর কামনা ॥
রাজপথে ধূলা হোক্, প্রার্থনা ধোপার।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার ॥

পূর্ব্ব ভাবাভাব হয়, ধন আগমনে।
পূর্ব্বের অবস্থা আর, নাহি থাকে মনে ॥
যাহার সহিত ছিল, অটল প্রণয়।
প্রাণাধিক মিত্র যেবা, ভুলিবার নয় ॥
যার সঙ্গে, মনোরঙ্গে, খেলেছিল কত।
একত্রে যে বন্ধুসহ, বহু বর্ষ গত ॥
অনেকে এমন মিত্রে, পেয়ে কিছু ধন।
হায় হায়, একেবারে, হয় বিস্মরণ ॥
ধনমদে এপ্রকার, মত্ত হোয়ে রয়।
চেনে না বলিয়া ছলে, চায় পরিচয় ॥

মিত্রে মিত্র ভুলে যায়, কিকি চমৎকার।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার ॥

ধনে মানবের মনে, জন্মে অহঙ্কার।
দেখিতে দেখিতে ধনী, ধরে স্থূলাকার ॥
অহঙ্কার-অবতার, হেন বোধ হয়।
বুক ফুলাইয়া থাকে, সকল সময় ॥
আপনাকে বড় ভেবে, তুচ্ছ করে সব।
একবার ভাবে না সে, হোতে হবে শব ॥
কোন লোক গৃহে এলে, অভ্যর্থনা নাই।
এক পদ যেতে হোলে, করে আইঢাই ॥
যেমন ভুঁড়িটি মোটা, বুদ্ধি সেইরূপ।
অনেকে সধন প্রায়, তার অনুরূপ ॥
ধন হোতে দেখ লক্ষ্মি! কত অপকার।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার ॥

ধনবলে ধনী করে, কত অত্যাচার।
ধরাধামে সে সকল, অগোচর কার? ॥
সাধুরা কুজনে হেরি, সভয় যেমন।
ধনহীন ভয় করে, ধনিকে তেমন ॥
অনেকে অলস হয়, ধন-পেলে পরে।
সত্ত্বতাকে একেবারে, বিসর্জ্জন করে ॥
রিপুদল করে বল, তাদের উপরে।
প্রবৃত্তির ভয়ে আহা, নিবৃত্তিও সরে ॥

ভাব বুঝে, যুক্তি তবে, অদর্শন হয়।
বিবেক না কয় কথা, চুপ কোরে রয়॥
একেবারে সমুদয়, গুণের সংহার।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার॥

অনেক ধনির আহা, গর্ব্ব বোধ নাই।
তাদের কি হবে পরে, ভাবি তানি তাই॥
উন্মত্তের ন্যায় হয়, ধনমদ খেয়ে।
পরকাল পানে আর, নাহি দেখে চেয়ে॥
ঈশ্বরের কথা তার, মুখে নাহি আনে।
কেহ না এমন হয়, ঈশ্বরে না মানে॥
সংসার-ব্যাপারে তারা, রত অবিরত।
মায়া-পাশে বদ্ধ হোয়ে, কাল করে গত॥
হায় হায় পরমেশে, ভক্তি নাই যার।
পশুর অধম সেই, সন্দেহ কি তার॥
তার কি নিস্তার আছে, অর্থ যার সার।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার॥

মানুষে মানুষ কেনে, এ যে বড় খেদ।
পশুতে নরেতে আর, রাখে না প্রভেদ॥
পশুপ্রতি করে লোক, যেরূপ ব্যাভার।
উচিত কি, নরপ্রতি, করা সে প্রকার॥
সভ্যতা কোথায় আর, সভ্যতা কোথায়॥
ধনজ্ঞা আশাতেই, সব লোপ পায়॥

ঋণে বদ্ধ হোয়ে লোক, শ্রীমন্দিরে যায়।
নিরত নয়ন-নীরে, মনো দুঃখে নায়॥
পরিবার হাহাকার, অনিবার করে।
স্বজন-বিরহ-জ্বরে, বহু দিন জ্বরে॥
ভাবনা-সাগরে আর, নাহি পায় পার।
যত অনর্থেরই মূল, অর্থই তোমার॥

কেহ কেহ বাণ ফুড়ে, আপনার হাতে।
স্ব ইচ্ছায় সহ্য করে, যত কষ্ট তাতে॥
আপনার পিঠ ফুড়ে, কেহ দোলে পাশে।
চড়কের গাছেতে, চড়ুকে হাসি হাসে॥
হায় হায় ধনলোভে, এত নর নষ্টে।
কেহ পোষ্যপুত্র দেয়, আপন আত্মজে॥
মায়া কাটাইয়া বেবা, ত্যজে নিজ সুত।
ধরায় কি নয় সেই, জনক অদ্ভুত॥
কেমনে অন্যথা করে, স্বভাব-নিয়ম?।
সে পিতা তো পিতা নয়, তনয়ের যম॥
কত দুঃখ সে সুতের, জ্ঞানোদয় যার!
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার॥

কুল নাড়া দেয় কোন কুলীন ব্রাহ্মণ।
কোন্ কুলে জন্ম তার, নাই নিরূপণ॥
শত কুলকামিনীকে, পরিণয় করে।
নাহি ভাবে তাদের কি, দশা হবে পরে॥

কোথা কোন্ জায়া আছে, মনে নাহি পড়ে।
ক্রমে বরং বৃদ্ধি হয়, মড়ী জোরে নড়ে॥
মাংস লোল, ভালে টোল, শোণচুড়ী কেশ।
ধরিতে না ছাড়ে তবু, বরের যে বেশ॥
বিয়া করা রোগ তার, তবু তো না যায়।
ধনলোভে দেয় সে, মজায় কুলজায়॥
সতীত্ব থাকে কি বোন্, সে সব কন্যার।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার॥

কেহ, কাণা, খোঁড়া, বুড়া, না করি বিচার।
পিতা জোরে বিয়া দেয়, স্বীয় তনুজার॥
ধনলোভে করে সেই, বিপরীত কাজ।
চিরদিন তরে হানে, সুতা-শিরে বাজ॥
হায় হায়, অনাথায়, ফেলে দেয় জলে।
তেমন বিবাহে কি লো, শুভ ফল ফলে?॥
তাতে কি উভয়ে হয়, মনের প্রণয়?।
তাতে কি লো কুলজার, কুল আর রয়?॥
বিবাহ তো নয় বোন্, পিটুলির আঁক।
দুঃখের অনলে মন, পুড়ে হয় খাক॥
অবশেষে যা হয় তা, অগোচর কার।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার॥

বাপেরা মেয়ের পক্ষে, সাক্ষাৎ শমন।
বাপ হোয়ে ঝাঁপাইলেও, মাকে মালশাণ॥

সাপ খুঁড়াখুঁড়ি করে, ধনের আশায় ।
এর গায়, ওর গায়, সাপেরা দংশায় ॥
ইঁদরে যদি বিষ থাকে, ঢলে পড়ে মাল ।
সে মালের পক্ষে হয়, সেই সাপ কাল ॥
সাপ লোয়ে খেলা করা, কভু নয় সোজা ।
চেপে পড়ে তখন, রোজার ঘাড়ে বোঝা ॥
বাঁচিবার তরে আর, থাকে না সুযোগ ।
দেখিতে দেখিতে হয়, পরাণ বিয়োগ ॥
ধনের কারণ মাত্র, প্রাণ যায় তার ।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার ॥

কাঠ কাটিবারে লোক, ধনের আশায় ।
কাননে বাঘের মুখে, অনায়াসে যায় ॥
ধন পাব আশা করি, হাতে প্রাণ করি ।
তুফানেও নাবিকেরা, বেয়ে যায় তরী ॥
সেনারা রণের বেশে, রণক্ষেত্রে ধায় ।
ডুবুরিরা সাগরের, তলায় তলায় ॥
বাজীকর ঘুরে গিয়া, বাঁশের উপর ।
কেহ উঠে গগনে, ফানসে করি ভর ॥
এসব কর্ম্মেতে হোতে, পারে প্রাণনাশ ।
ধন-আশা আছে তাই, নাই কারো ত্রাস ॥
ধনতরে করে লোক, বিপদ্ স্বীকার ।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার ॥

অবিচার, অত্যাচার, অপকার, রণ।
ধরায় এসব হয়, অর্থের কারণ॥
যত রূপ মন্দ ক্রিয়া, জগতে প্রচার।
ধন হোতে হয় সব, ধন মূলাধার॥
ধনে কি কুহক আছে, বলা নাহি যায়।
তাই লোক “ধন ধন” করিয়া বেড়ায়॥
তব ধনে ঘটে দেখ, অনিষ্ট অপার।
পাপের উন্নতি যত, কত কব আর॥
জ্ঞানিগণ ধনে তুচ্ছ, করে নিরন্তর।
অজ্ঞানের কাছে মাত্র, ধনের আদর॥
মিছা বাক্যব্যয় কেন, কর বার বার?।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার॥

সবার সুখের ইচ্ছা, আছে মনে মনে।
সবাই ব্যাকুল বোন্, সুখ-অন্বেষণে॥
কিসে সুখী হবে, তার, না করে উপায়
ধন উপার্জ্জন করে, সুখের আশায়॥
ধনলাভ হোলে কই, সুখের সঞ্চার?।
মাছ ধরা নাহি হয়, কাদা মাখা সার॥
ধন উপার্জ্জনে বোন্, যত দুঃখ হয়।
ধনক্ষয়ে তদধিক, দুঃখের উদয়॥
ধন থাকিলেই জন্মে, মোহ অতিশয়।
মোহ বশে কত দুঃখ, সকল সময়॥

অতএব ধন শুধু, দুঃখের আধার।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার॥

কুকর্ম্মেতে যত রত, ধনবান্ হয়।
কোন দেশে ধনহীন, তত কভু নয়॥
মন্দ কর্ম্ম যত আছে, যন্ত্র তার ধন।
ধনদ্বারা হয় সব, অনায়াসে সাধন॥
কুকর্ম্ম করিতে সদা, ইচ্ছা যার আছে।
যদি ধন সম্বল, না থাকে তার কাছে॥
তবে সে না হয় সিদ্ধ, তার অভিপ্রায়।
মানসিক অভিলাষ, মানসে মিশায়॥
প্রকাশ না পায় সেই, দুষ্টেচ্ছার ফল।
কুকর্ম্মের মূলাধার, অর্থই কেবল॥
ধন হোতে কুবাসনা, জন্মায় সবার।
যত অনর্থের মূল, অর্থই তোমার॥

লক্ষ্মী।

একবার মনে করি, চুপ কোরে রই।
এত কথা শুনে চুপ, করা যায় কই॥
দেখালে ধনের দোষ, হাজার হাজার।
ধনের গুণের কথা, কহিলে না আর॥

বুদ্ধিমতী হোয়ে তুমি, এক চোকী হোলে।
বড় হোতে চাও শুধু, দোষ সব বোলে॥
বিবেচনা কর দিদি, পরিহরি রোষ।
মানুষের দোষ নয়, ধনের কি দোষ? ॥
অসি দিয়া যদি কেহ, নরহত্যা করে।
তাহাতে অসির দোষ, কে কোথায় ধরে? ॥
যষ্টি-সহকারে কেউ, করিলে প্রহার॥
তাহাতে যষ্টির দোষ, কে করে প্রচার?।
জলের কি দোষ আছে, ডুবে মোলে জলে?।
অনলের দোষ কিবা, পুড়িলে অনলে? ॥
বিষ খেয়ে কেহ যদি, স্ব প্রাণ সংহারে।
বিষের কি অপরাধ, তোমার বিচারে? ॥
বিনামার দোষ কিবা, ফোস্কা হোলে পায়?।
বাণিজ্যে কি দোষ, যদি ক্ষতি হয় তায়? ॥
দড়ির কি দোষ গলে, দড়ী দিয়া মোলে?।
ঘোড়ার কি অপরাধ, পোড়ে খোঁড়া হোলে? ॥
গাছে উঠে পোড়ে মোলে, দুষিবে কি গাছে?।
অপরূপ কথা দিদি, শুনি তব কাছে॥
ধরণীর সমুদায়, সদা সাধে হিত।
ব্যবহারে ঘটে মাত্র, যত হিতাহিত॥
ব্যবহার-গুণে হয়, যাহাতে কল্যাণ।
ব্যবহার দোষে জন্মে, তাতে অকল্যাণ॥
যাতে প্রাণ যায় পুনঃ, তাতে প্রাণ রয়।
দ্রব্য-দোষ গুণ ধরা, অনুচিত হয়॥

ধনের তো দোষ নাই, দোষ মানবের।
আপনার দোষে ঘটে, মানবের ফের॥
যাহারা না জানে দিদি, ধনের ব্যাভার।
ধন তাহাদের করে, শুধু অপকার॥
অনেকের ধন আছে, দেখা যায় বটে।
সে ধনে তাদের কভু, শুভ নাহি ঘটে॥
সে ধন তাদের হয়, দুঃখের কারণ।
সে ধনেই হয়, নানা অনিষ্ট ঘটন॥
তা বলে কি ধনে তুমি, দুষিবে সদাই?।
তোমার কি একটুকু বিবেচনা নাই?॥
যে মানব ধনলোভী, দুষ্ট ধনপতি।
তারে দোষ দিতে তুমি, পার সরস্বতি!॥
জগতে সকল লোক, না হয় সমান।
মানব বিশেষে ধনে, মান, অপমান॥
অসতের হাতে ধন, হইলে পতিত।
তাতেই কেবল হয়, ধরার অহিত॥
যখন সতের করে, মম ধন যায়।
জগতের উপকার, কত হয় তায়॥
সে ধন দুঃখের নয়, সুখের কারণ।
দীনের দীনতা হয়, সে ধনে হরণ॥
সে ধন তো এক ঠাঁই, থাকে না সঞ্চিত।
অনাথ অনাথা নয়, সে ধনে বঞ্চিত॥
সে ধনেতে অনাথের, রোগ নিবারণ।
দীনহীন সকলের, উদর পালন॥

বসনবিহীনগণে, বস্ত্র বিতরণ।
কাণা খোঁড়া কুঁজোদের, অভাব মোচন॥
বিধবার নেত্রে আর, নাহি থাকে জল।
গৃহহীন, গৃহ পায়, স্থলহীন, স্থল॥
অতএব ধনে দোষ কেন দেও আর।
ধনে কি হয় না বোন, কারো উপকার ?॥

সরস্বতী।

মানবের দোষ বটে, মিথ্যা কিছু নয়।
স্বীকার করিতে ইহা, কাজে কাজে হয়॥
যার সহবাস হয়, অসতের সঙ্গ।
তাহাকে অসৎ লোকে, বলে অহরহ॥
আবার সাধুর সঙ্গে, যার সহবাস।
সাধু বলি হয় তার, সুখ্যাতি প্রকাশ॥
অসতের কাছে ধন, থাকে যে সময়।
কেবল অসৎ কর্ম্মে, হয় তার ব্যয়॥
ধন যে অহিতকর, বলিব তখন।
তখন ধনেতে হয়, অনিষ্ট সাধন॥
যখন সতের কাছে, থাকে বহু ধন।
তখন কল্যাণকর, বলে সর্ব্বজন॥
তখন তাহাতে কত, শুভ সম্পাদন।
তখন না করি তার, দোষ উত্থাপন॥

কখন কখন, দেখি, এমন আবার।
সৎ যে অসৎ হয়, ধন হোলে তার॥
ধনের ক্ষমতা আছে, মন্দ করিবার।
ভাল করিবার শক্তি, তত নাই তার॥
অসৎ পাইলে ধন, নাহি হয় সৎ।
বরণ সে হয় আরো, অধিক অসৎ॥
অতএব ধন হোতে, শুভাশুভ হয়।
আমার যে বিদ্যা বোন্, সে রূপ তো নয়॥
অসতের বিদ্যা হোলে, হয় শান্তশীল।
পূর্ব্বভাব তার তো, থাকে না এক তিল॥
মন্দ বুদ্ধি পায় তার, একেবারে লয়।
এমনি সুশীল হেন, অসৎ সে নয়॥
সৎ যদি বিদ্যাধন, করে উপার্জ্জন।
আরো সৎ হয় সেই, যখন তখন॥
অতএব বিদ্যা হোতে, সদা জন্মে শিব।
কারো দ্বেষ করে না, অপর, কখন অশিব॥
যথার্থ যে বিদ্যা তার, কোন দোষ নেই।
যে বিদ্যা অনিষ্ট করে, বিদ্যা নয় সেই॥
" বিদ্যা বিদ্যা " করে লোক, যথায় তথায়।
পেয়েছে যথার্থ বিদ্যা, ক জন ধরায়?॥
পড়িলে দু পাত পুঁথি, বিদ্যা জন্মে কই?।
সেতো বিদ্যা নয়, তারে, বিদ্যা কি লো কই?॥
বহু দূর বিস্তারিত, আমার ভবন।
কত বিদ্যা আছে তায়, নাই নিরূপণ॥

হিতাহিত দুই হয়, ধনেতে তোমার ।
কেবল সাধন হিত, বিদ্যাতে আমার ॥
আর বিবাদেতে লক্ষি, নাই প্রয়োজন ।
আপনা আপনি ভেবে, দেখনা এখন ॥
বিদ্যা কি ধনের চেয়ে, বড় কি লো নয় ।
তবে আমি বড় তার; কি আছে সংশয় ?॥

লক্ষ্মী ।

তোমার বিদ্যার গুণ, করিব শ্রবণ ।
বিদ্যা হোতে হয় কত, শুভ সম্পাদন ॥
শুনিয়া বিদ্যার গুণ, করিব বিচার ।
বড় ছোট বোধ তবে, হইবে আমার ॥

সরস্বতী ।

প্রণিধান কর লক্ষি, কর প্রণিধান ।
শুন শুন গো টাকত, বিদ্যা-গুণ-গান ॥
বিপদে সুযুক্তি বিদ্যা, সদা করে দান ।
বিদ্যাই সাধন করে, সমূহ কল্যাণ ॥
অজ্ঞানের অজ্ঞানতা, বিদ্যা করে নাশ ।
বিদ্যা হোতে পূর্ণ হয়, নানা অভিলাষ ॥
স্বদেশে বিদেশে বিদ্যা, সম্মান বাড়ায় ।
সমুদায় ধরণীর, সন্দেশ জানায় ॥
একেবারে করে নাশ, মন্দ ব্যবহার ।
বৃদ্ধি করে মানবের, ক্ষমতা অপার ॥

বোধেন্দূদয়।

৮

মানবের কুচিন্তাকে, দূরীভূত করে।
মানসিক অন্ধকার, একেবারে হরে॥
যত পারে স্বভাবের, নিয়ম বুঝায়।
বিদ্যাতেই আন্তরিক, সাহস জন্মায়॥
বিদ্যা করে বলবান্ নিপুণ সুজন।
ভাবে পরিপূর্ণ করে, মানবের মন॥
দান করে ধৈর্য্য আর, বিবেচনা-শক্তি।
ক্রমশঃ বাড়ায় সদা, পরমেশে ভক্তি॥
প্রিয়ম্বদ বাক্য সদা, কহিতে শিখায়।
রত করে পিতা আর, মাতার সেবায়॥
সদা করে মানসের, অসুখ সংহার।
জানায় অনিত্য সব, অনিত্য সংসার।
পরমেশ সার মাত্র, সকলি অসার॥
এক মাত্র তিনি হন সর্ব্ব-মূলাধার॥
বিদ্যাবলে জয় লাভ, হয় সর্ব্ব ঠাঁই।
বিদ্যার সমান মিত্র, দেখিতে না পাই॥

লক্ষ্মী।

অসামান্য শক্তি ধরে, বিদ্যাই তোমার।
বার বার আমায়, শুনালে কত বার॥
তবু বড় হইবার, আছে অভিলাষ।
বল দিদি! কিসে হবে, এ ভ্রম বিনাশ?॥

সরস্বতী।

সংসারে থাকিতে হোলে, চাই কিছু ধন।
এ কথা স্বীকার না, করিবে কোন্ জন ? ॥
তথাপি জানিবে বোন্, ধন নয় সার।
বুধগণ ধনে জানে, নিতান্ত অসার ॥

লক্ষ্মী।

বিনা ধনে কিসে হয়, জীবন ধারণ ?।
অনাহারে থাকিলে যে, সংশয় জীবন ॥
বিনা ধনে পাবে লোক, কেমনে আহার ?।
তবে ধন কেন হয়, নিতান্ত অসার ?॥

সরস্বতী।

ভরণপোষণ তরে, কাজ কি লো ধনে ?।
বাঁচিতে তো পারে লোক, গেলে পরে বনে ॥
বনের তরুতে আছে, নানাবিধ ফল।
নদীতে তো আছে বোন্, সুবিমল জল ॥
বসন তো হোতে পারে, পাদপের ছাল।
কিবা প্রয়োজন আর, পট্টবস্ত্র শাল ? ॥
শয্যাও তো হোতে পারে, তরুদল সব।
কিবা প্রয়োজন বোন্, ধরার বিভব ? ॥
অনেকে তাপস হোয়ে, ত্যজিয়া সংসার।
বহুদিন বাঁচিয়াছে, করি ফলাহার ॥

বোধেন্দূদয়।

মানসে কোরেছে ধ্যান, নিত্য নিরঞ্জন।
কালবশে যোগ্য ধামে, কোরেছে গমন॥
সুখেতে কোরেছে তারা, জীবন যাপন।
কে সুখী সংসারে থেকে, তাদের মতন?॥
তাদের ছিল না কিছু, বিভব ধরায়।
দিবা নিশি কোরেছিল, গাছতলা সার॥
তবু তারা সুখে ছিল, চিত্র নয় সেই।
নিশ্চয় জানিবে বোন্, ধনে সুখ নেই॥
ধনে সুখ নয় লক্ষ্মি! সুখ শুধু মনে।
সুখী হোতে পারে লোক, থেকেও কাননে॥
সসাগরা ধরাপতি, যদি কেউ হয়।
কিন্তু তার মনে যদি, সুখ নাহি রয়॥
তবে সে হইতে সুখী, পারিবে কেমনে?।
বিফল যতন তার, সুখ-অন্বেষণে॥
অতএব বিনা ধনে, সুখ হোতে পারে।
বিনা ধনে জ্ঞানী পারে, থাকিতে সংসারে॥
বিনা জ্ঞানে ঘটে লোক্, অসুখ অপার।
জ্ঞানেই তো সুখ জন্মে, সুখ কিবা আর॥
যখন যে অবস্থায় থাকে, জ্ঞানি জন।
সেই অবস্থায় সুখী, হয় লো তখন॥
যখন সংসারে সেই, জানে লো অসার।
তখন কি ধন প্রতি, মায়া থাকে তার?॥
কেবল সে কাল হরে, পরমেশ-ধ্যানে।
মনে আর নাহি আনে, মান অপমানে॥

হেরিয়া পরের ধন, হিংসা নাহি করে।
অজ্ঞানের মত নাহি, দম্ফেটে মরে॥
মনের আনন্দে সেই, থাকে চিরকাল।
যে ডালে বসিয়া থাকে, কাটে না সে ডাল॥
যাতে পরকালে ভাল, হইবে তাহার।
তার অনুষ্ঠান সেই, করে অনিবার॥
ইহকালে পরকালে, জ্ঞানে জন্মে শিব।
কি ভয় তাহার আর, সজ্ঞান যে জীব॥
বিদ্যা-হোতে হয় কিন্তু, জ্ঞানের উন্নতি।
বিদ্যা বড় কি না বড়, ভাব গুণবতি!॥
বিদ্যা বড় হোলে তবে, আমি বড় হই।
শুনো প্রিয়! আমি বড়, সাধে কি লো কই॥

লক্ষ্মী।

ভালরূপে বুঝিলাম, বচন তোমার।
" তুমি বড় " করিলাম, এখন স্বীকার॥
বয়সেতে বড় তুমি, হোয়েছ যখন।
আমিই তো ছোট বোন্, হোয়েছি তখন॥
না বুঝিয়া করি দ্বন্দ্ব, ইকি বিপরীত।
বিবাদ উচিত নয়, তোমার সহিত॥
তোমা-হোতে যত মন, কল্যাণ সাধন।
সে সকল ভালরূপে, বুঝেছি এখন॥
বোলেছি অনেক মন্দ, অহঙ্কার-ভরে।
কোরেছি কতই রাগ, তোমার উপরে॥

সে সকল ক্ষমা দিদি! কর নিজ গুণে।
আমায় বাঁধিয়া পুনঃ, রাখ স্নেহগুণে।
আর এক কথা দিদি! জিজ্ঞাসি তোমায়
বুঝাইয়া দিতে হবে, এখনি আমায়॥
কোন্ লোক সৎ আর, অসৎ কে হয়।
ধন কি দেয় না দিদি, তার পরিচয়?॥
ধন না থাকিলে লোকে, কে কেমন জন।
কেমনে করিতে বল, পারে নিরূপণ?॥
স্বভাবেতে দুষ্টমতি, মানব এমন।
ধন নাই বোলে তার, শিষ্ট আচরণ॥
মনে মনে কুকল্পনা, কতই তাহার।
বাহিরে তাহার দোষ, না হয় প্রচার॥
আবার স্বভাবে সৎ, তাহে কোন নর।
পরহিতে রত সদা, তাহার অন্তর॥
ধন নাই বোলে কিন্তু, চুপ কোরে রয়।
তাহার মনের কথা, প্রকাশ না হয়॥
করিতে না পারে সেই, পর-উপকার।
কেমনে পাইবে লোক, পরিচয় তার?॥

সরস্বতী।

দয়াময় পরমেশ, সর্ব্ব-মূলাধার।
মানবের ইচ্ছা লোয়ে, করেন বিচার॥
যাহার যেমন ইচ্ছা, সেই রূপ সেই।
তাঁর কাছে কারো ইচ্ছা, অবিদিত নেই॥

লোকে যদি নাহি জানে, লোক কে কেমন।
লাভ আর ক্ষতি তাহে, কি হয় এমন?॥
কি করিলে পরকালে, হবে মাত্র হিত।
এইরূপ সকলের ভাবাই উচিত॥

এইরূপে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েই বিবাদে ক্ষান্ত হইলেন; লক্ষ্মী সরস্বতীর নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক করিবার পর আপনাকে আর শ্রেষ্ঠা বিবেচনা করিলেন না বটে, কিন্তু সাতিশয় বিমর্ষ ভাব ধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহাতে বুদ্ধিমতী সরস্বতী সতী স্বীয়া অনুজার ভাব বুঝিতে পারিয়া সহাস্য-বদনে অনেক প্রবোধ-বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ভগিনি! তোমার বিরস বদন অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায় হায়! আমি তোমার সহিত কেন বচসা করিলাম? জগতের মধ্যে তোমাকে কখনই সামান্যা বোধ হয় না। তোমার দ্বারা জগতের যে কত উপকার হইয়া থাকে তাহা বলা যায় না। যদিও তুমি কোন

মতেই আমার নিকটে শ্রেষ্ঠা হইতে পার না, তথাপি তোমার মতন মুখ্যা আর কেহই নাই। তুমি আমার প্রতি অনেক কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী বলিয়া অনেক সহিষ্ণুতাও করিয়াছি। আমিও যদি কিছু বলিয়া থাকি, তাহাও মনে করিও না, কারণ জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকটে কনিষ্ঠার মান অপমানের বিষয় কি আছে? আমি তোমাকে না দেখিলে অত্যন্ত পরিতাপিতা হই, অতএব আমার নিকেতনে পূর্ব্বাপর যেমন আগমন করিতে সেইরূপ এখনও করিবে। নতুবা আমার আর অনুতাপের সীমা থাকিবে না। তুমি যদি কেবল অনিষ্টকারিণী হইতে, তবে তোমাকে গৃহস্থাশ্রমি ব্যক্তি মাত্রেই এতাদৃশ সমাদর করিত না। তুমি মান সম্ভ্রম প্রদান করিয়া থাক। তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে মনুষ্য অনেকানেক বিষয়েও এক প্রকার সুখী হইতে পারে। ভগিনি! তোমাতে আমাতে যেন কখন বিচ্ছেদ না হয়, তাহা হইলেই পরম ভাগ্য বলিয়া স্বীকার করি। তোমাতে আমাতে

অমিলন হইলে ধরামণ্ডলের সমস্ত লোকেরই অপার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, লোকে কাননবাসী হইয়া ফল মূল আহার করিয়া বিনা ধনে জীবন যাপন করিতে পারে, কিন্তু যখন ধরণীর সমস্তই তোমার অধিকারভুক্ত তখন তোমার আশ্রয় ব্যতীত কেহই জীবন ধারণ করিতে পারে না। তোমাতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তোমার সাহায্য ব্যতীত আমার ক্ষমতা প্রকাশ পায় না এবং আমারও সহায়তা ব্যতীত তোমাকেও ক্ষমতা-রহিতা হইতে হয়। আমি এক্ষণে তোমাকে বর প্রদান করিতেছি যে, পৃথিবীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তোমাকে সম্মান প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি তোমার প্রিয়পাত্র হইবে সংসারে সে ব্যক্তি যেমন সম্ভ্রম লাভ করিবে তেমন আর কেহই পারিবে না। অতএব সংসারের মধ্যে তুমিই ধন্যা হইয়া থাকিবে"।

লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিতেছি, এমন সময়ে আমার :

নিদ্রাভঙ্গ হইল। অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে আমার মনে যে ক্ষোভ জন্মিল তাহা ব্যক্ত করা যায় না। আমার সমুদয় সংশয় একেবারে দূরীভূত হইল। অজ্ঞানতা বশতঃ যে ভ্রমোদয় হইয়াছিল; তাহা আর রহিল না। যে বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাগত হইয়াছিলাম, সে বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে অবগত হইলাম।

নিদ্রাভঙ্গ হোলে পরে, করি হায় হায়।
কি সুখে ছিলাম আমি, সুখের নিদ্রায়॥
আরো কত শুনিবারে, ছিল অভিলাষ।
আহা মরি! একেবারে, হলেম হতাশ।
আরো কত জ্ঞান লাভ, করিলাম তায়।
বঞ্চিত হলেম আহা, সে সব আশায়॥

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৫	শূনাকার	শূন্যাকার
৫	১২	বিদ্যধম	বিদ্যাধন
৯	১৪	বাকু	থাকু
১৯	১২	অমুমতি	অনুমতি
২৪	১৫	আধিনী	অধীনী
৩১	১৪	সত্যতার	সভ্যতার
৩২	৭	অঞ্চম	পঞ্চম
৩৭	১৮	দীপ্তিমর	দীপ্তিময়
৩৯	১৭	বিপরিত	বিপরীত
৪১	২১	যাঁর	যার
৫১	১৮	সমুদয়	সমুদায়
৭১	১৭	যেমন	যেমন
৭৭	১৩	অম্যায়	অন্যায়
৭৯	৫	যাঁয়	যায়
ঐ	৯	ডুবিবে	দূষিবে